বংস[1] সাহিত্য পরিচিতি

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া

যে সমস্ত দেশ পাক-ভারতীয় সংস্কৃতিকে আপন করিয়া লইয়াছে তাহার মধ্যে সিংহল ও ব্রহ্মদেশের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই দেশের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, কৃষ্টি, আচার অনুষ্ঠান, শিল্প ভাস্কর্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে পাক-ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব পরিস্ফুট। এই দেশের ভিক্ষুসংঘ নিজেরা ধর্মপ্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহাদের মাধ্যমে পাক-ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, লিপি, ভাষা ও সাহিত্যের বীজ ঐদেশে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া আপামর জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক খোরাক মিটাইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধসংস্কৃতির জীবন্তরূপ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ভারতের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলি কলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাহির থেকে।"[2] ব্রহ্ম ও সিংহল দেশের ভাষা, সংস্কৃতি,

---

১। 'বংশ' শব্দের পালিরূপ 'বংস'।

২। কালান্তর, বৃহত্তর ভারত।

অপর স্থানে জাতকে বর্ণিত গল্পের জীবন্তরূপ প্রাচীরগাত্রে প্রতিফলিত দেখিয়া কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল,

"সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া।
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌন তটে যে বাণী রয়েছে স্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।"
— বোরো বুদুর, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

আচার, অনুষ্ঠান সমস্ত বৌদ্ধসাহিত্যের অনুকরণে গড়া। পাক-ভারতীয় বর্ণমালাকে কিছু পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া এই দেশের জাতীয় বর্ণমালায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে। পালিভাষা ও বৌদ্ধ আদর্শ তাহাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহন। বলিতে গেলে এই দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিল্প, কলা, স্থাপত্য প্রভৃতি পাক-ভারতীয় সভ্যতার ধারক ও বাহক। শ্যাম প্রভৃতি দেশের শিল্পকলায় বুদ্ধের জীবন্ত মূর্তি অঙ্কিত দেখিয়া জনৈক লেখক মন্তব্য করিয়াছিলেন, "সেই সময় ভারতীয় প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান হইতনা। কারণ ইহা এদেশের গৃহনির্মাণ কার্যে, চারুশিল্পে, স্থাপত্যে, মূর্তিনির্মাণ ও শিল্পকলায় ভারতীয় প্রভাব এতই পরিস্ফুট যে যে কোন সাধারণ লোক ইহাকে অতি সহজে পূর্বোক্ত শিল্পকলার একটি শাখা বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারিবে। এমন কি রৌপ্যনির্মিত কার্যে, চিত্রাঙ্কন ও বস্ত্রশিল্পে ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান।"[১]

সিংহল ও ব্রহ্মদেশ একদিকে যেমন পালি ত্রিপিটক ও অর্থকথা রক্ষা করিয়াছে অপরদিকে তেমনি পালিভাষা ও সাহিত্যকে নিত্য নূতন রসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এই দেশের ভিক্ষু ও শিক্ষিত জনসাধারণ পালি ভাষার চর্চা ও গবেষণা করিয়াছে। ফলে এই দেশে এক প্রকার ঐতিহাসিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। পালি সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা 'বংস সাহিত্য' বলিয়া পরিচিত। এই বংস সাহিত্য বিরাট ও বিস্তৃত। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইল।

১। "At that time Indian influence was no longer felt directly but such was the validity and personality and the architectural forms of stupas and the sikharas, of the structural type of Buddha image and of so many decorative designs, that even without a preliminary study of how and when those forms reached Siam, a layman would at once, without the slightest difficulty, recognize the Siamese art, a branch of Indian colonial art. Even the Siamese minor arts as exemplified by silver work, liquar work, curving and textile, show the Indian origin and stand in close connection with indian art".

— জগজ্জ্যোতি; প্রবারণা সংখ্যা, ১৯৫৮, পৃ। ১৮।

।। দীপবংস ।।

ইহা সিংহলের ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম। ইহাতে সিংহলের থেরপরম্পরা প্রচলিত পুরাতন কিম্বদন্তী ও প্রবাদসমূহ অসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার ঘটনাসমূহ পুনরাবৃত্তিতে ভরপূর। মূল গ্রন্থটি পদ্যে রচিত হইলেও কোথাও কোথাও গদ্যের ছাপ পরিস্ফুট।[১] কোন পুরাতন গদ্য বা পদ্যগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছিল এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। বিনয়পিটকের অন্তর্গত 'পরিবার পাঠে' দীপবংসের অনুরূপ গাথা দৃষ্ট হয়।[২] মহাপণ্ডিত পালি অর্থকথাকার বুদ্ধঘোষের সময়ে দীপবংস সিংহলের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের অন্যতম ছিল। বুদ্ধঘোষ নিজেই

১। দীপবংস, পৃ. ৩৩—৬৫।

২। এই জন্যই অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে 'পরিবার পাঠ' সিংহলী পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত। এখানে 'পরিবার পাঠ' হইতে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হইল;—

"তিস্সত্থেরো মেধাবী দেবত্থেরো চ পণ্ডিতো
পুনরেব সুমনো মেধাবী বিনয়ে চ বিসারদো,
বহুস্সুতো চূলনাগো গজো ব দুপ্পধংসিযো।
ধম্মপালিতো নামো চ রোহনো সাধুপুজিতো,
তস্স সিস্সো মহাপঞ্ঞো খেমনাম তিপটকী
দীপে তারকরাজাব পঞ্ঞায অতিরোচথ,
উপতিস্সো চ মেধাবী ফুস্সদেবো মহাকথী।
পুনরেব সুমনো মেধাবী পুপ্ফনামো বহুস্সুতো,
মহাকথী মহাসীবো পিটকে সব্বত্থ কোবিদো।
পুনরেব উপালি মেধাবী বিনয়েচ বিসারদো,
মহানাগো মহাপঞ্ঞো সদ্ধম্মবংসকোবিদো।"

— Vinaya Pitaka, vol. v. p. 3.

"নিব্বুতে লোকনাথস্মিং বস্সানি সোলসং তদা,
অজাতসত্তু চতুবীসং, বিজয়স্স সোলসং অহু।
সমসট্‌ঠি তদা হোতি বস্সং উপালি পণ্ডিতং,
দাসকো উপসম্পন্নো উপালি থের সন্তিকে।
যাবতা বুদ্ধ সেট্‌ঠস্স ধম্মপ্পত্তি পকাসিতা,
সব্বং উপালি বাচেসি নবঙ্গং জিনসাসনং।"

— দীপবংস, পৃঃ ৩২।

তাঁহার কথাবত্থু অট্‌ঠকথার ভূমিকায় দীপবংসের উদ্ধৃতি দিয়াছেন।[১] জার্মাণ পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গের মতে দীপবংস ও মহাবংসের বিষয়বস্তু একই।[২] উভয় গ্রন্থেরই উৎস হইতেছে মহাবিহারে প্রচলিত প্রাচীন অট্‌ঠকথা।[৩] তাঁহার মতে দীপবংসের রচনাকাল খৃষ্টীয় ৩০২ অব্দের আগে নয়। কারণ ইহার আখ্যানবস্তু সেই সাল অবধি বিস্তৃত। দীপবংস সিংহল বাসীদের কাছে এতই প্রিয় ছিল যে সিংহল-রাজ ধাতুসেন বাৎসরিক মহিন্দ উৎসবে এই গ্রন্থ পাঠের নির্দেশ দিয়াছিলেন।[৪]

দীপবংসের ঘটনাসমূহ বুদ্ধের প্রথম সিংহল গমন হইতে আরম্ভ করিয়া দেবানম্‌পিয় তিস্‌স, দুট্‌ঠগামণী, বট্টগামণী, ও মহাসেনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াই সমাপ্ত হয়। উপরি উক্ত চারিজন রাজা প্রত্যেকে ২৭ বৎসর ধরিয়া সর্বমোট ১০৮ বৎসর রাজত্ব করেন। কাজেই এই গ্রন্থ হইতে সর্বমোট ১০৮ বৎসরের সিংহল বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস জানা যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদে কি করিয়া ভগবান বুদ্ধ সিংহলে আগমন করিয়াছিলেন উহার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। বুদ্ধ বোধিমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পরেই মানব কল্যাণের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয় অবলোকন করেন। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পান যে লঙ্কায় ভিক্ষুরা নিরাপদে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতে পারিবেন। সম্রাট্‌ অশোকের পুত্র মহিন্দ কর্তৃক বুদ্ধের বাণী সিংহলে প্রচারিত হইবে এবং তথায় উহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে। এই জন্য বুদ্ধ স্বয়ং লঙ্কায় গমন করেন[৫] এবং যক্ষদিগকে বিতাড়িত করিয়া সিংহল দ্বীপ মনুষ্যবাসের উপযোগী করেন।

১। Winternitz. : Indian Literature, Vol II, pp. 208--209.

২। W. Oldenberg: Dipavamsa, London, 1879, p. 36 ff. ; Aus dem alten Indien, Berlin, 1910, p. 69 ff.

৩। Atthakatha-Mahavamsa.

৪। Oldenberg : Dipavamsa, Introduction, pp. 8—9.

৫। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অন্য কোন পালি কিম্বা সংস্কৃত (সিংহলে রচিত গ্রন্থ ছাড়া) গ্রন্থে বুদ্ধের সিংহল গমনের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্মের কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। অথচ বিনয় পিটকের মহাবর্গে বুদ্ধ-জীবনের ক্রমিক ইতিহাস দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় বার বুদ্ধ পার্বত্য সর্প ও সামুদ্রিক সর্পের যুদ্ধের সময় সিংহল গমন করিয়াছিলেন। দুইদলের যুদ্ধে সিংহল প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন হইলে বুদ্ধ তথায় যাইয়া বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। দুই দলই সংঘের শরণাপন্ন হইয়া শান্তিতে বাস করিতে থাকেন। তৃতীয় বারে বুদ্ধ কল্যাণীর মনিয়ক্খ যক্ষের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। ইহার পরেই লেখক শাক্য বংশের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করেন। ইহাতে বলা হয় যে বুদ্ধ পৃথিবীর আদি রাজা মহাসম্মতেরই[১] বংশধর। গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদন এবং বুদ্ধের পুত্রের নাম রাহুলভদ্দ। শুদ্ধোদনের আগে ও মহাসম্মতের পরে যে সমস্ত রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের একটি নামের তালিকা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ইহার পরেই লেখক প্রথম দুই সঙ্গীতির বিবরণ দান করিতে থাকেন। এবং দ্বিতীয় সঙ্গীতির পরে কি করিয়া বৌদ্ধসংঘে বিবাদের সূত্রপাত হয় উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। মহাকাশ্যপের পৌরোহিত্যে রাজা অজাতশত্রুর সহযোগীতায় প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন বসে। আনন্দ স্থবিরের সহায়তায় ধম্ম এবং উপালি স্থবিরের সহায়তায় বিনয়পিটক সংগৃহীত হয়। প্রথম সঙ্গীতিতে অভিধম্মপিটকের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ তখন অভিধম্মপিটক সুত্তপিটকের অন্তর্গত ছিল। রাজা কালাশোকে[২]র আমলে বৈশালীতেই দ্বিতীয়

১। প্রত্যেকে সম্মত হইয়া তাঁহাকে রাজা করিয়াছিলেন বলিয়া 'মহাসম্মত' বলা হয়।
২। 'কালাশোকের' ব্যক্তিগত জীবনের বহু ঘটনা কাব্যমীমাংসায় (৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৫০) বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার অন্তঃপুরে মূর্ধণ্য বর্ণের ব্যবহার চলিতনা। পুরাণ মতে কালাশোক বা কাকবর্ণ শৈশুনাগের পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জেকবি, গাইগার ও ভাণ্ডারকার মহাশয়ের মতে 'কাকবর্ণ' (the crow coloured), এবং 'কালাশোক' (the black Asoke) একই ব্যক্তি। সংস্কৃত অশোকাবদানে (দিব্যাবদান, ৩৬৯) উল্লেখ আছে যে মুণ্ডের পরে 'কাকবর্ণ' মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উহাতে 'কালাশোকে'র কোন উল্লেখ নাই। কালাশোকের জীবনের সর্বপ্রধান দুইটি ঘটনা হইল 'দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি' ও 'পাটলিপুত্রে রাজধানী' স্থানান্তর। হর্ষচরিতে (K. P. Parал, 4th Edition, 1918, p. 199) তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর কথা বর্ণিত আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে কাকবর্ণ শৈশুনাগকে প্রকাশ্য রাজপথে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। কথিত আছে কালাশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার দশ জন পুত্র যথাক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহারা হইলেন; ভদ্রসেন, করণ্ডবর্মণ, মঙ্কুর, সর্বঞ্জয়, জলিক, উভক, সঞ্জয়, কোরব্য, নন্দিবর্ধণ এবং পঞ্চমক (দিব্যাবদান, পৃ। ৩৬৯)।

সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। বজ্জীপুত্তিয় ভিক্ষুরা দশটি অবিনয়িক নিয়ম[১] বিনয়-সম্মত বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। বিনয়ী ভিক্ষুরা ইহা লইয়া সংঘমধ্যে আপত্তি করেন। এই ভাবে সংঘে বিভেদের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে লেখক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র বিন্দুসারের পুত্র সম্রাট অশোকের কথা আরম্ভ করেন। কথিত আছে সম্রাট্ তাঁহার ৯৯জন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অষ্টম বর্ষ পরে তিনি কলিঙ্গ বিজয় করেন।[২] কলিঙ্গযুদ্ধের বিভীষিকা দেখিয়া এবং নিগ্রোধ শ্রামনেরের মুখে ধম্মপদের অপ্রমাদ বর্গের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরে মোগ্‌গলিপুত্তের সংস্পর্শে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। কথিত আছে সম্রাট অশোক তাহার রাজ্যে ৮৪০০০ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অশোকের আনুকূল্যে মোগ্‌গলিপুত্ত স্থবিরের সভাপতিত্বে পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসে। ইহাতে ১০০০ ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতির অবসানে সম্রাট অশোক ধর্মপ্রচারের জন্য দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করিয়াছিলেন। এশিয়া, আফ্রিকা, ও ইউরোপের বহু-দেশে প্রচারক বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ- গান্ধার, মহিসমণ্ডল, অপরান্তক, মহারট্‌ঠ, যোন, হিমবন্ত, সুবন্নভূমি, এবং লঙ্কা।[৩] লঙ্কায় অর্থাৎ সিংহলে প্রেরিত সংঘই বিশেষ ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কারণ রাজপুত্র মহিন্দ ও রাজকুমারী সংঘমিত্রা এই সংঘের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

তৎপর লেখক বাংলার রাজকুমার বিজয়সিংহের লঙ্কাবিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে বাংলার রাজপুত্র বিজয়ই ৭০০ অনুচর সহ সর্বপ্রথম লঙ্কা বিজয় করেন। এই জন্য এই দেশের নাম হয় সিংহল।

১। এই দশটি নিয়ম পালি সাহিত্যে 'দশবত্থুনী' নামে পরিচিত। তাহা নিম্নরূপ:
১। সিঙ্গিলোণকপ্প, (২) দ্ব্যঙ্গুলকপ্প, (৩) গামন্তরকপ্প, (৪) আবাসকপ্প, (৫) অনুমতিকপ্প, (৬) আচিন্নকপ্প, (৭) অমথিতকপ্প, (৮) জলোগিং পাতুং, (৯) অদসকং নিসীদনং এবং (১০) জাতরূপ রজতং।

২। Rock Edict. No. 13.

৩। See Rock Edict No. 13.

বিজয়ের পরে বহুরাজা সিংহলে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের একটি নামের তালিকা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে দেবানম্প্রিয় তিষ্য সবচেয়ে বিখ্যাত। কারণ তাঁহার রাজত্ব কালেই মোগ্‌গলিপুত্ত স্থবিরের পরামর্শে মহিন্দ স্থবির লঙ্কায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় বোধিবৃক্ষের একটি শাখা রাজা অশোক কর্তৃক লঙ্কায় প্রেরিত হইয়াছিল। উহা অনুরাধাপুরে মহাসমারোহে রোপন করা হয়। অশোকের প্রেরিত বোধিবৃক্ষ এখনও সিংহলে বর্তমান আছে বলিয়া সিংহলবাসীরা বিশ্বাস করে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আসিয়া এই বোধিবৃক্ষে হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া থাকে।

দেবানম্প্রিয় তিষ্যের মৃত্যুর পর সিংহলী বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটে। দক্ষিণ ভারত হইতে দামিলেরা আসিয়া সিংহল দখল করে। তাহাদের অত্যাচারে সমস্ত দেশ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। অবশেষে রাজপুত্র ছুট্‌ঠগামনীর পরাক্রমে সিংহলবাসীরা বিদেশী আক্রমনকারীদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। সিংহলী রাজাদের মধ্যে ছুট্‌ঠগামনীই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি একাধারে শাসক ও প্রবল পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন। তিনি শুধু দেশকে বিদেশীর আক্রমন হইতে রক্ষা করেন নাই; তাহার বদান্যতায় সিংহলে বড় বড় সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নবমতলা বিশিষ্ট লৌহপ্রাসাদ মাথুপা প্রভৃতি আরও বহু বিহার তাঁহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। ছুট্‌ঠগামনীর পরেও বহু রাজা সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বট্টগামনী সর্বপ্রথম। তাঁহারই আদেশে সমস্ত ত্রিপিটক ও অর্থকথা ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। বট্টগামনীর পরে আরও কয়েকজন অল্পক্ষমতাসম্পন্ন রাজা সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপর খৃস্টীয় ৩৫২ অব্দে রাজা মহাসেন সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পরেই দীপবংসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

॥ মহাবংস ॥

মহানাম এই গ্রন্থের রচয়িতা।[১] দীপবংসের এক শতাব্দী পরে সিংহলরাজ মহাসেনের অনুপ্রেরণায় খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে ইহা রচিত হয়।[২] মহাবিহারে রক্ষিত অট্ঠকথা মহাবংসের উপর ভিত্তি করিয়াই দীপবংস ও মহাবংস রচিত হয়। মহাবংসের বিষয়বস্তু প্রায় দীপবংসের মত, তবে মহাবংসের বিষয়বস্তু সমূহ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত, ঘটনাবহুল ও সুসংবদ্ধ। তিনটি সঙ্গীতির ব্যাপারে উভয় গ্রন্থ প্রায় একমত। এই দিক দিয়া মহাবংসকে দীপবংসের অর্থকথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুইজন লেখকই সমানভাবে সিংহলী প্রাচীন অর্থকথা মহাবংস হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু মহাবংস দীপবংসের এক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল এইজন্য মহাবংসের বিষয়বস্তু দীপবংসের তুলনায় অধিকতর সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলাকারে গ্রথিত।

নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ হইতে মহাবংসের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণিত হয়।

(১) মহাবংসে প্রদত্ত অশোকের পূর্ববর্তী রাজাদের তালিকার সহিত ত্রিপিটক শাস্ত্রে বর্ণিত তালিকার যথেষ্ট মিল দেখা যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। উভয় লেখকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্য তাঁহার প্রধান সচিব ছিলেন। ভারতীয় ব্রাহ্মনিক সূত্রেও ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত ইহয়াছে।

(২) তিনটি বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি সম্বন্ধে দীপবংস ও মহাবংস প্রায় একমত।

১। Rev. R. Siddhartha: Mahanama in the Pali Literature, published in I. H. Q. Vol. VIII, No. 3, pp. 462--465.

২। এই বিষয় সম্পর্কে 'চূলবংসে'র একটী উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বলা হইয়াছে যে সিংহলরাজ ধাতুসেন দীপবংসের একটি দীপিকা লিখিবার জন্য ১000 স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। Fleet এর মতে এই মহাবংসই সেই 'দীপিকা'। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। কারণ ধাতুসেনের রাজত্বকাল ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পরে। ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু আগেই মহাবংস রচিত হইয়াছিল।

(৩) সিংহলীদের মতে অশোকপুত্র মহিন্দ কর্ত্তৃক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন দ্বারাও ইহার সত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অশোকের শিলালিপি [১] হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের মতে অশোকের ভ্রাতা মহিন্দ কর্ত্তৃক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

(৪) সাঞ্চিস্তূপে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় 'সপুরিসস মোগলিপুতস'[২] অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এই 'সপুরিসস মোগলিপুতস' ও মহাবংসে উল্লিখিত 'মোগলিপুত্ত তিস্‌স' একই ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

(৫) উরুবেলার বোধিবৃক্ষের শাখা সিংহলে রোপন করার ব্যাপারেও সাঞ্চিস্তূপে অঙ্কিত গল্পের মিল লক্ষণীয়।[৩] সাঞ্চিস্তূপের পূর্বদিকস্থ তোরণদ্বারে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে অনুরূপ গল্প বর্ণিত আছে।

(৬) মহাবংসে ও দীপবংসে অশোক দেবানম্‌পিয তিস্‌সের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ববিদেরাও ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ওয়াঙ হিউয়েমসে সিংহলরাজ মেঘবর্মণ উত্তর ভারতেশ্বর সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাবংসেও অনুরূপ উক্তির সন্ধান মিলে। ঐতিহাসিক সন তারিখ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এইরূপ উক্তির মূল্য অত্যধিক।

এতদ্‌সত্ত্বেও বহু ব্যাপারে ঐতিহাসিকেরা মহাবংস ও দীপবংসে বর্ণিত বহুঘটনার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ এক রাজার রাজত্বকালের সহিত আরেক রাজার রাজত্বকালের সন তারিখের মধ্যে বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিজয় হইতে দেবানম্‌পিয় তিস্‌সের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত যে ব্যবধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত

১। Rock Edict, Nos. II, XIII.

২। Tope No 2.

৩। See the Reliefs of the Lower and Middle architrave of the East Gate of the Sanchi Stupa.

—২৬

হয় নাই। আবার দেবানম্পিয তিস্‌স হইতে দুট্‌ঠগামনীর সিংহাসন আরোহণ অবধি সন তারিখের মধ্যে যথেষ্ট গরমিল পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহার পরবর্তী রাজাদের সিংহাসন আরোহণ, মৃত্যুর সঠিক তারিখ, ঘটনাপঞ্জী, বৈদেশিক লেনদেন, রাজার সংখ্যা প্রভৃতির মধ্যে কোন গরমিল বা অতিশয়োক্তি পরিলক্ষিত হয় না। পূর্বাপর ঘটনাসমূহ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও ইতিহাসসম্মত বলিয়া মনে হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদে মহানাম বুদ্ধের সিংহল গমন বর্ণনা করেন। বুদ্ধত্বলাভের ৯ মাস পরে বুদ্ধস্বয়ং সিংহলে গমন করিয়া বহু যক্ষকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উরুবেলায় ফিরিয়া আসেন। আবার বুদ্ধত্বলাভের পঞ্চমবর্ষে জেতবন হইতে সিংহলের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত নাগদিগের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ত্রিশরণ [1] ও পঞ্চশীলে [2] প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় জেতবনে চলিয়া আসেন। ইহার পর ভগবান তথাগত বুদ্ধত্বলাভের অষ্টমবর্ষে তৃতীয়বার সিংহলে গমন করিয়া কল্যাণীতে ধর্মপ্রচার করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক মহামুনি তথাগত বুদ্ধের বংশ পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে তথাগতের পূর্বপুরুষগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া কুশাবতী, রাজগৃহ এবং মিথিলাতে রাজত্ব করিতেন। ইহাঁদের অন্যতম দলের অধিপতি ইক্ষ্‌বাকু (ওক্কাকু) কপিলবাস্তুতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা কালক্রমে শাক্য নামে পরিচিত হন। এই বংশেরই একজন রাজার নাম জয়সেন।

১। ত্রিশরণ নিম্নরূপ :

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

উপরি উক্ত পদ্ধতি (ত্রিশরণ') দ্বিতীয়বার (দুতিয়ম্‌পি) তৃতীয়বার (ততিয়ম্‌পি) উচ্চারণ করিতে হইবে।

২। বৌদ্ধমাত্রেরই নিম্নলিখিত পাঁচটি নিয়ম (পঞ্চশীল) অবশ্য প্রতিপাল্য :
(১) পাণাতিপাতা বেরমণী (২) অদিন্নাদানা বেরমণী (৩) কামেসু মিচ্চাচারা বেরমণী (৪) মুসাবাদা বেরমণী (৫) সুরা—মেরয—মজ্জপমাদট্‌ঠানা বেরমণী। অর্থাৎ প্রাণীহত্যা, চুরি' ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য এবং মদ্যপান বিরতি প্রভৃতি পাঁচটি নিয়মই পালিসাহিত্যে পঞ্চশীল নামে খ্যাত।

তাঁহার কন্যা যশোধরার সহিত অঞ্জন শাক্যের বিবাহ হয়। তাঁহার ঔরসে যশোধরার গর্ভে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাদ্বয়ের নাম মহামায়া ও মহাপ্রজাপতি। জয়সেনের পৌত্র ও সিংহনুর পুত্র শুদ্ধোদন শাক্যের সহিত এই দুই কন্যার বিবাহ হয়। শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মহামায়ার গর্ভে সিদ্ধার্থকুমার জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থকুমারের স্ত্রীর নাম ভদ্দাকচ্চানা এবং পুত্রের নাম রাহুলভদ্দ এবং বুদ্ধের সমসাময়িক মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার ও অজাতশত্রু।

ইহার পর প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতির বর্ণনা আরম্ভ হয়।[১] ভগবান বুদ্ধের মহা-পরিনির্বাণের তিনমাস পরে রাজগৃহের সপ্তপর্ণীগুহায় প্রথম সঙ্গীতি আহূত হয়। উপালি স্থবির বিনয় এবং আনন্দ স্থবির ধর্ম আবৃত্তি করেন। মহাকাশ্যপ স্থবির এই সঙ্গীতিতে সভাপতিত্ব করেন। সভার অধিবেশন শেষ হইতে সাত মাস সময় লাগিয়াছিল। পাঁচশত অরহৎ স্থবির ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়ছিলেন। স্থবির বা থেরদের উপস্থিতিতে এই সঙ্গীতি সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে থেরীয় সঙ্গীতি বলা হয়।

এই সঙ্গীতির একশত বৎসর পরে রাজা কালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন বসে। বর্জীপুত্রীয় ভিক্ষুরা দশটি অবিনয়িক নিয়ম (দসবত্থূণী) বিনয়ান্তর্গত করিবার প্রয়াস পায়। রেবত স্থবিরের নেতৃত্বে পাবা ও অবন্তীর ভিক্ষুরা ইহা আপত্তিজনক বলিয়া প্রকাশ করে। ইহার পর দুইদলের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইলে সকল ভিক্ষুরা বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য বৈশালীতে যাইয়া উপস্থিত হয়। অবশেষে রেবত স্থবিরের [২] পরামর্শে উব্বাহিকা'[৩]

১। For furtherreference see following books : Buddhist Councils by Mr. R. C. Mazumdar, Published in Buddhist studies edited by B. C Law ; prof. Przylusk,s La councile de Rajagaha, Pt. 1, pp. 8. 30. 66. 116.

২। Mahavamsa, Chapter IV, Nos. 7–15. ; Vinaya-Cullavagga, XII.

৩। The term 'Ubbahika' is a method of deciding on the expulsion of a Bhikkhu. The dispute which is rettled by means of a referendum. In this case the settlement of a dispute being laid in the hands of certain chosen monks. (See vinaya Texts, III, 49. Sq.)

পন্থা অবলম্বন করিয়া বিবাদ মীমাংসা হয়। সাতশত ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আট মাস ধরিয়া বৈশালীর বালিকারাম বিহারে ধর্ম ও বিনয় সংগৃহীত হয়। দুর্বিনয়ী ভিক্ষুরা এই সঙ্গায়নের আদেশ অমান্য করিয়া আরেকটি দল গঠন করেন। উহাদিগকে মহাসাংঘিক বলা হইত।

রাজা অশোকের সময়ে পাটলিপুত্র নগরে অশোকারাম বিহারে মোগ্‌গলিপুত্ত স্থবিরের সভাপতিত্বে তৃতীয় সঙ্গীতি আহূত হয়। ইহাতে ১০০০ হাজার ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের ২১৮ বৎসর পরে ইহা সংঘঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সঙ্গীতি অবসানে যে সমস্ত ভিক্ষুরা সংঘ বহির্ভূত হইয়া দল গঠন করিয়াছিল তাহাদের বংশধরেরা এই সময় অশোকের প্রদত্ত দান উপভোগ করিবার জন্য বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করিয়া নানা অনাচার সৃষ্টি করে। শীলবান ভিক্ষুরা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সহিত বিনয় সম্ভোগ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ভিক্ষুসংঘের এই বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিবার জন্য অশোক মোগ্‌গলিপুত্ত স্থবিরের সহায়তায় দুর্বিনয়ী ভিক্ষুদিগকে সংঘ হইতে বহিস্কার করিয়া দেন। ইহা অশোকের শিলালিপিতেও উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] কথিত আছে অশোকের রাজত্বের দ্বাবিংশ বর্ষে ইহা সংঘটিত হয়। এইরূপে বিভজ্জবাদী প্রকৃত ভিক্ষুদের রক্ষার জন্য অশোক এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এইভাবে অশোকের সাহায্যে বৌদ্ধসংঘ সুস্থ সবল হইয়া উঠিল। এই সঙ্গীতির অবসানে মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য স্থবিরের 'কথাবথু প্রকরণ' নামক একটি নূতন গ্রন্থ রচিত হয়। এই পুস্তকে মোগ্‌গলিপুত্ত স্থবির কি করিয়া বিধর্মী ভিক্ষুদের সংঘ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আছে। এই সঙ্গীতি সম্পন্ন হইতে নয় মাস সময় লাগিয়াছিল।

১। সংঘভেদ স্তম্ভানুশাসন। ইহা সারনাথ, সাঁচী, এলাহাবাদ এই তিন জায়গায় পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি নিম্নরূপ আদেশ জারি করিয়াছিলেন, "যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সংঘভেদ করিবে তাহাকে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করাইয়া বিহার হইতে বহিস্কার করা হইবে।" "এ চুং খো ভিখু বা ভিখুনি বা সংঘং ভখতি, সে [পি চা] ও দাতানি দুসানি সংনং ধাপয়িত্বা (পযিতুং) অনাবাসসি আবাসযিযে "

ইহার পর মহানাম বিজয়সিংহের লঙ্কা বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। বিজয়সিংহ লাঢ় দেশের অধিপতি সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহাতে আরও উল্লেখ আছে যে বঙ্গরাজ সিংহবাহু একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। বিজয়সিংহ তাঁহার সাতশত অনুচর লইয়া সমুদ্র পথে লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হন। কথিত আছে যেইদিন বিজয় লঙ্কায় অবতরণ করেন সেইদিন বুদ্ধ কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন। বুদ্ধ তাঁহার পরিনির্বানমঞ্চে শায়িত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে লঙ্কায় বিজয়ের নিরাপত্তা বিধান করিতে বলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিজয়ের সাহায্যের জন্য উৎপলবর্ণ[১] দেবপুত্রকে লঙ্কায় প্রেরণ করেন। উৎপলবর্ণ দেবপুত্রের সাহায্যে বিজয়সিংহ ও তাঁহার অনুচরেরা তথাকার যক্ষদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পান। বিজয় ও তাঁহার অনুচরেরা লঙ্কাদ্বীপে বহু সুন্দর সুন্দর নগরী নির্মাণ করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। কালক্রমে বিজয় এখানে বিবাহ করিয়া নিজেকে লঙ্কার রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার নামানুসারে এইদেশের নাম হয় সিংহল।[২] বিজয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র পাণ্ডু বাসুদেব সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাণ্ডু বাসুদেবের স্ত্রীর নাম ভদ্দকচ্চানা। পাণ্ডু বাসুদেবের মৃত্যুর পর অভয় এবং অভয়ের মৃত্যুর পর পাণ্ডুকাভয় সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাণ্ডুকাভয়ের পুত্র মুটসিব এবং মুটসিবের দ্বিতীয় পুত্র দেবানম্পিয তিস্স। দেবানম্পিয়ের বন্ধু ছিলেন সম্রাট অশোক। দেবানম্পিয় তিস্স কোন দিন অশোককে দেখেন নাই। তবুও উভয়ে উভয়ের ব্যবহারে এতই সন্তুষ্ঠ হইয়াছিলেন যে পরস্পর উপহার বিনিময় করিতেন।

তৃতীয় সঙ্গীতির অবসান হইলে অশোক বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য নানাদেশে ভিক্ষুসংঘ প্রেরণ করেন।[৩] লঙ্কায় প্রেরিত সংঘই সবচেয়ে বেশী সাফল্যলাভ

১। উৎপলবর্ণ একজন শক্তিশালী দেবতা। ইহার শরীরের বর্ণ নীল পদ্মের মত ছিল বলিয়া ইহঁাকে উৎপলবর্ণ বলা হয়। তাঁহার অপর নাম বিষ্ণু।

২। "সীহবাহু নরিন্দো সো সীহং আদিন্নবা ইতি,
সীহলো, তেন সম্বন্ধা এতে সব্বে পি সীহলা।" —মহাবংস, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৩। নিম্নলিখিতদেশ সমূহে ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল : কাশ্মীর, গান্ধার, মহিসমণ্ডল, বনবাস, অপরান্তক, মহারট্ঠ, সুবন্নভূমি এবং যোন রট্ঠ। অশোকের ১৩ নং শিলালিপিতে উপরিউক্ত দেশগুলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

করিয়াছিল। এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং রাজকুমার মহিন্দ। মহিন্দ ব্যতীত আরও চারজন ভিক্ষু[১] ও সংঘমিত্রার পুত্র সুমন শ্রামনের এক সঙ্গে সিংহলে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা লঙ্কায় আবির্ভূত হইলে বহু নাগ, যক্ষ ও সুপর্ণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবানম্‌পিয় তিস্‌স স্বয়ং মহিন্দ স্থবিরকে বুদ্ধ জীবনের ঘটনাসমূহ দেখাইয়া ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে বলেন। স্থবির বহু প্রকার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া (miracles) রাজাকে বুদ্ধ ধর্ম অবহিত করান। রাজা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ত্রিশরণের শরণাপন্ন হন এবং বৌদ্ধধর্ম সিংহলে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবার জন্য বহু মন্দির ও বিহার নির্মাণ করাইয়া দেন। এই ভাবে রাজার জীবদ্দশাতেই মহাবিহার, মহামেঘবনারাম, ও চেতিয়-পর্ব্বত প্রভৃতি বিহার নির্মিত হয়। ইহার পর রাজা বুদ্ধের পূতাস্থি সিংহলে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য অশোকের কাছে দূত প্রেরণ করেন। সুমন শ্রামণের স্বয়ং যাইয়া অশোকের নিকট হইতে বুদ্ধের পূতাস্থি ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া মিস্‌সক-পর্বতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। রাজা এইগুলির যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিরাট আয়োজন ও উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই উৎসব উপলক্ষে ৩০,০০০ সিংহলী যুবক প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর দেবানম্‌পিয় তিস্‌স তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও অরিট্‌ঠকে বোধিবৃক্ষ আনয়ন করিবার জন্য অশোকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইবার অশোক থেরী সংঘমিত্রা সমেত আরও ১২ জন ভিক্ষুনীকে সঙ্গে করিয়া বোধিবৃক্ষের শাখা সিংহলে প্রেরণ করেন। সংঘমিত্রা সিংহলে যাইয়া ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজাও বোধিবৃক্ষের শাখা মহাসমারোহের সহিত রোপণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে রাজা দেবানম্‌পিয়ের তত্ত্বাবধানে বুদ্ধশাসন সিংহলে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা বহু স্তূপ ও মন্দির নির্মাণ করিয়া ৪০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমার উত্তিয় লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্থবির মহিন্দও লঙ্কায় বুদ্ধশাসন দৃঢ়-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

১। চারজন ভিক্ষুর নাম: ইত্তিয়, উত্তিয়, সম্বল ও ভদ্দসাল।

উত্তিয় দশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে মহাশিব, শূরতিস্‌স দুই দামিল, সেন ও গুপ্তক, অসেল ও এলার রাজত্ব করেন। এই চোল দেশজাত দামিলরাজ এলারকে হত্যা করিয়া দুট্‌ঠগামনী লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দুটঠ্‌গামনীর পূর্বনাম 'গামনী'। কারণ তাঁহার পিতা কাকবর্ণ তিষ্য মহাগ্রামের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার মাতা বিহার দেবী কল্যাণী রাজার কন্যা ছিলেন। কাকবর্ণ তিষ্যের দুই পুত্র: গামনী ও তিস্‌স। কাকবর্ণ তিস্‌স শ্রদ্ধাবান বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে তিনটি প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন— (১) কোন ভিক্ষুকে দেশ হইতে তাড়াইবে না (২) দুই ভাইয়ে বিবাদ করিবে না এবং (৩) দামিলগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না। কিন্তু গামনী পরের দুইটি নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দুট্‌ঠগামনী বলা হইত। কিন্তু কাকবর্ণ তিস্‌সের মৃত্যুর পর দুট্‌ঠগামনী পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়া ভ্রাতার সহিত মিত্রতা স্থাপন করতঃ দামিলদিগকে বিতাড়িত করিয়া সমস্ত সিংহলে একছত্রাধিপত্য স্থাপন করেন। ইহার পর তিনি সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হন। তিনি বহু বিহারের সংস্কার সাধন করিয়া নূতন নূতন বিহার নির্মাণ করেন। তাঁহার নির্মিত মরিচবতী বিহারে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। তিনি লৌহ প্রাসাদের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি শত চেষ্টা করিয়াও মহাস্তূপ নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্য ইহার নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেন। রাজা মৃত্যুর পূর্বে পাল্কীতে আরোহণ করিয়া চৈত্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুদ্ধ পূজা করেন। ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া ধর্ম শ্রবণ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুট্‌ঠগামনীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা শ্রদ্ধাতিষ্য ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর থূলথন, লঞ্জতিষ্য, কল্লাটনাগ, এবং বট্টগামনী যথাক্রমে রাজা হন। বট্টগামনীর আমলে আবার দামিলগণ শক্তিশালী হইয়া লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেন। তাহার পর যথাক্রমে পুলহত্থ, বাহিয়, পনয়মারক, পিলয়মারক এবং দাথিক রাজত্ব করেন। বট্টগামণী শেষ

দামিলরাজকে হত্যা করিয়া পুনরায় লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পালিতপুত্র মহাচুলী মহাতিষ্য ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে চোরনাগ, তিস্স, সিব, দামিল বটুক, ব্রাহ্মিন নিলিয়, রাণী অনুলা, কূটকন্ন তিস্স, ভটিকাভয়, মহাদাটিক মহানাগ[১] প্রভৃতি রাজাগণ রাজত্ব করেন। উপরি উক্ত সকল রাজাদের রাজত্ব কাল নিতান্ত স্বল্প এবং প্রত্যেক রাজাই বৌদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ অনুলা সিংহলের সবচেয়ে দুষ্টা রাণী। তাঁহার প্রেমঘটিত ব্যাপারে অন্ততঃ চারজন রাজা[২] প্রাণ হারান। কেবল তিস্স ছাড়া সবাই বিপ্লব করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

মহাদাটিকতিস্সের মৃত্যুর পর আমণ্ডগামনী অভয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে কনির জানুতিস্স চূলাভয়, রাণী সীবলী, ইলনাগ চণ্ডমুখসিব, যসলালকতিস্স, সুভরাজ বঙ্কনাসিকতিস্স, গজবাহক গামনী এবং মল্লকনাগ রাজত্ব করেন। ইহাঁরা অধিকাংশই দুর্বল ও গৃহবিবাদে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কেবল ইলনাগ ও সুভরাজ তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্যের জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন। মহল্লনাগ ও তৎপুত্র ভটিকতিস্স, ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। ভটিকতিস্সের পরে কনিট্‌ঠ-তিস্সক, খুজ্জনাগ, কুঞ্চনাগ, সিরিনাগ, তিস্স, অভয় নাগ, বিজয়কুমারক, সংঘ-তিস্স, সিরিসংঘ বোধি গোটাভয় এবং জেট্‌ঠতিস্স যথাক্রমে রাজত্ব করেন। উপরি উক্ত রাজগণ সবাই বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

জেট্‌ঠতিস্সের পরে তাঁহার কণিষ্ঠ ভ্রাতা মহাসেন ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্বকালেই মহাবংসের কিছু অংশ নূতনভাবে সং-যোজিত হয়। প্রাচীন মহাবংস দুট্‌ঠগমানীর আমলেই পরিসমাপ্ত হয়। মহাসেন প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন। তিনিই প্রথম মহাবিহারবাসী[৩] ভিক্ষুদের

১। প্রাচীন সিংহলী রাজাদের নামের তালিকায় দামিল বটুকের পরে দারুতিষ্য বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন। (See Guiger's Mahevamsa, Introduction P. XXXVII.)

২। সিব, তিস্স, দামিল বটুক এবং ব্রাহ্মণ নিলিয়।

৩। ইহা সিংহলের অনুরাধাপুরে অবস্থিত। সিংহলরাজ দেবানম্‌পিয় তিস্স কর্ত্তৃক মহিন্দ

ভিক্ষা দিতে বারণ করেন এবং ভিক্ষাদানকারীকে ১০০ টাকা অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য করিতেন। মহাবিহার হইতে বহু ধন অপহরণ করাইয়া অভয়গিরি বিহারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাইয়াছিলেন। পরে অবশ্য তাঁহার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী মেঘবণ্ণাভয়ের পরামর্শে সেই হীন মনোভাব ত্যাগ করিয়া মহাবিহারের পুনর্নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি জেতবন বিহার, মণিহির বিহার, থুপারাম বিহারের নির্মাণ ও সংস্কারসাধন করাইয়াছিলেন। এই খানেই মহাবংসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্থবিরের বাসের জন্য ইহা নির্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে রাজা নিজেই লাঙ্গল দ্বারা চিহ্নিত করিয়া ইহার পরিসীমা ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। মহাবোধিবংসে এই বিহারের অন্তর্গত স্থানগুলির একটি তালিকা আছে। এই বিহার বহু প্রাসাদ ও ৩২ 'মালকে' সজ্জিত ছিল। ইহার অন্তর্গত প্রধান স্থানগুলির নাম বোধিমণ্ডপ, থুপারাম, মহাথুপ, উপট্‌ঠানসালা, ভোজনসালা, চঙ্কমনকুটি, বচ্ছকুটি, সন্থাগার, নহানসালা প্রভৃতি। রাজা বট্টগামনীর আমলে ভিক্ষুসংঘ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। একদল অভয়গিরি বিহারে এবং অপরদল মহাবিহারে বাস করিতেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দুই বিহারের প্রতিযোগিতা বর্তমান ছিল। রাজা, শ্রেষ্ঠী ও অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিরা সময় সময় এই বিহারের পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতেন। এইভাবে বসভ কতকগুলি গুহা, কণিট্‌ঠতিসস কুক্কুটগিরি পরিবেণ, ১২টি প্রাসাদ, ভোজনাগার, দক্ষিণ বিহার ও মহাবিহারের মধ্যে একটি রাস্তা, বোহারতিসস মহাবিহারের জন্য একজন কর্মচারী ও মাসিক ১০০০ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া রাজা ও বিত্তশালী ধার্মিক ব্যক্তিরা বিহারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। একবার দুই বিহারের ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হইয়াছিল। অভয়গিরি বিহারের কতকগুলি ভিক্ষু বিনয়বিরুদ্ধকার্যে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা বৈটুল্যবাদ নামক এক প্রকার ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ জন্য তাহাদিগকে অভয়গিরি বিহার হইতে বিতাড়িত করা হয়। বহিষ্কৃত ভিক্ষুরা চোলদেশীয় ভিক্ষু সঙ্গমিত্তের সাহায্যে রাজা গোটাভয়ের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়। ভিক্ষু সঙ্গমিত্ত রাজার এককালীন গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাহার পরামর্শে রাজা মহাবিহারবাসী ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা দিতে নিষেধ করেন। ইহার পর মহাবিহারের বহু সম্পত্তি নষ্ট করিয়া অভয়গিরি বিহারে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই রাজমন্ত্রী বিদ্রোহী হইয়া সঙ্গমিত্তকে বিতাড়িত করেন।

পরবর্তীকালে অনুরাধাপুরনিবাসী মহানাম মহাবংসের একটি অট্‌ঠকথা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম 'মহাবংস টীকা' অথবা 'ওয়াংসত্থপকাসিনী'। এই গ্রন্থের সাহায্যে মহাবংসের জটিল বিষয়সমূহ বুঝা যায়। ইহা ছাড়া মহাবংস বহির্ভূত বহু তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়।

দীপবংস ও মহাবংসে বহু প্রয়োজনীয় পালি পুস্তকের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা শুধু পালি সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় নয়, সিংহলের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পক্ষেও ইহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। দীপবংসে বিনয়পিটক, সুত্ত-পিটকের পাঁচটি নিকায়, ত্রিপিটক, নবাঙ্গ সত্থুসাসন,[১] অভিধম্মপিটকের সাতটি গ্রন্থ[২], দীঘ, মজ্‌ঝিম,সংযুক্ত প্রভৃতি নিকায়ের বর্গ ও প্রজ্ঞাপ্তির উল্লেখ আছে। বিনয় পিটকের দুইটি বিভঙ্গ, খন্দক, পরিবার, পাতিমোক্‌খ, পেতবত্থু, বিমানবত্থু, সচ্চবিভঙ্গ, চরিয়াপিটক প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। সুত্ত ও সুত্তন্ত সমূহের মধ্যে দেবদূত

কথিত আছে স্বয়ং রাজরাণীই এই সঙ্গমিত্তকে হত্যা করেন। ইহার পর রাজা মেঘবণ্ণাভয় মহাবিহারের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেন।

শ্রীমেঘবর্ণের রাজত্বকালেই মহাবিহারের উন্নতি চরম শিখরে আরোহণ করে। এই সময় লৌহ প্রাসাদ ও অন্যান্য বড় বড় প্রাসাদগুলির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়। এখন হইতে মহাবিহার থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে রক্ষিত অট্‌ঠকথা মহাবংসের উপর ভিত্তি করিয়া মহাবংস, দীপবংস প্রভৃতি সিংহলের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই বিহারে বসিয়া মহাচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁহার অমূল্য রচনাগুলি সম্পন্ন করেন। ধাতুসেন এই বিহারের প্রাসাদসমূহ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করাইয়া দিয়াছিলেন।

চোল ও পাণ্ড্যদের আক্রমণে এই বিহারের বহু সম্পত্তি নষ্ট ও অপহৃত হইয়াছিল। প্রথম পরাক্রমবাহু রাজা হইয়া ইহার কিছু কিছু সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোকের জন্য তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। পুলত্তিপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরে ইহার উপযোগিতা অনেকাংশে কমিয়া যায়।

১। সুত্তং, গেয্যং,উদানং ইতিবুত্তকং, বেদল্লং, জাতকং, বেয্যাকরণং, গাথং, অব্ভুতধম্মং।

২। ধম্মসঙ্গনি,বিভঙ্গ ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, যমক, পট্‌ঠানপকরণ, এবং কথাবত্থুপকরণং।

সুত্ত, বালপণ্ডিত সুত্তন্ত, অগ্গিক্খন্ধ সুত্তন্ত, আসীবিস সুত্তন্ত, আমীসূপম সুত্তন্ত, অমতগ্গিয সুত্ত, গোমযপিণ্ডোবাদ সুত্তন্ত, ধম্মচক্কপবত্তন ও মহাসময সুত্তন্ত প্রভৃতির পৃথক পৃথক উল্লেখ আছে।

দীপবংসে উল্লেখিত পালিপুস্তকের নির্ঘণ্ট

অভিধম্ম ৫, ৩৭, ৭, ৫৬
অব্ভূত ৪, ১৫
অগ্গিক্খন্ধ সুত্তন্ত ১২, ১৪,
অন মতগ্গিয সুত্তন্ত ১৪, ৪৫
অট্ঠকথা ২০, ২০
আগম ৪, ১২, ৪, ১৬
আসীবিস সুত্তন্ত ১৪, ১৮
আসীবিসূপম সুত্তন্ত ১৪, ৪৫
ইতিবুত্তক ৪, ১৫
উদান ৪, ১৫, কথাবত্থু ৭ ৪১, ৭, ৫৬
খন্ধক ৭, ৪৩,
গেয্য ৪, ১৫,
গাথা ৪, ১৫
গোময পিণ্ডোবাদ সুত্তন্ত ১৪, ৪৩
চরিয়াপিটক ১৪, ৪৫
জাতক ৪, ১৫, ৫, ৩৭,
ধুতাঙ্গ ৪, ৩
ধম্ম ৪, ৪, ৪, ৬,
ধাতুবাদ ৫, ৭
ধম্মচক্কপবত্তন সুত্তন্ত ১৪, ৪৬,
দেবদূত সুত্ত ১৩, ৭,
নিপাত ৪, ১৬, নিদ্দেস ৫, ৩৭
নিকায় ৭, ৪৩,
পিটক ৪, ৩২, ৫, ৭১, ৭, ৩০
পরিবার ৫, ৩৭ ; ৭, ৪৩
পঞ্ঞাসক ৪, ১৪, পেতবত্থু ১২, ৮৪
পাতিমোক্খ ১৩, ৬৫
পটিসম্ভিদা ৫, ৩৭
বিনয় ৫, ৩, ৪, ৪, ৬, ৭, ৪৩
বেয্যাকরণ ৪, ১৫, বেদল্ল ৪, ১৬
বগ্গ ৪, ১৬, বিমানবত্থু ১২, ৪৫
বালপণ্ডিত সুত্তন্ত ১৩, ১৩
বিনযপিটক ১৮ ১৯, ১৮ ৩৩, ১৮, ৩০
বিভঙ্গ ৭, ৪৩, মহাসময় সুত্তন্ত ১৪, ৫৩
সুত্ত, ৪, ১৬, ৪, ১৬
সুত্তপিটক (পঞ্চনিকায) ১৪, ১৯ ; ১৮, ৩৩,
সংযুক্ত ৪, ১৬,

মহাবংসেও বহু পালি পুস্তকের উল্লেখ আছে। তবে দীপবংসের তুলনায় স্বতন্ত্র পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। মজ্ঝিমনিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, সংযুত্তনিকায়, সুত্তনিপাত, ও বিনয় পিটকের পৃথক পৃথক উল্লেখ দেখা যায়। জাতকের উল্লেখ দীপবংসের তুলনায় অনেক বেশী। ত্রিপিটককে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ আছে। অভিধম্ম ও বিনয় পিটকের উল্লেখ অপেক্ষাকৃত কম।

মহাবংস উল্লেখিত পালিপুস্তকের নির্ঘণ্ট

অভিধম্মপিটক ৫, ১৫০,
আসীবিস্‌পম সুত্ত (অঙ্গুত্তর নিকায)১২, ২৬।
অমতগ্‌গ সংযুত্ত (সংযুত্তনিকায) ৩৯।
অগ্‌গিক্‌খন্ধোপম সুত্ত (অঙ্গুত্তর নিকায) ১২, ৩৪।
কপিজাতক ৩৫, ৩১।
কালকারাম সুত্তন্ত ১২, ৩৯।
খজ্জনীয় সুত্তন্ত (সংযুত্ত নিকায) ১৫, ১৯৫।
খন্ধক (বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ ও চূলবগ্‌গ) ৩৬' ৬৪।
গোময পিণ্ডিসুত্ত (সংযুত্ত নিকায) ১৫, ১৯৭।
চূল হত্থিপদূপম সুত্তন্ত (মজ্‌ঝিম নিকায়) ১৪, ২২।
চিত্তযমক (অভিধম্মপিটক : যমকপকরণ) ৫, ১৪৬।
জাতক ২৭ ; ৩৪, ৩০, ৮৮, তিপিটক ৪, ৬২ ; ৫, ৮৪ ; ৫' ১১২।
তিত্তির জাতক ৫, ২৬৪।
দেবদূত সুত্তন্ত (মজ্‌ঝিম নিকায) ১২, ২৯।
ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্তন্ত (বিনযপিটক : মহাবগ্‌গ) ১২, ৪১ ; ১৫, ১৯৯।
বাল পণ্ডিত সুত্তন্ত (সংযুত্তনিকায) ১২, ৫১।
বেস্‌সান্তর জাতক ৩০, ৮৮, বিনয ৫, ১৪১।
মহানারদ কস্‌সপ জাতক ১২, ৩৭,
মহাকপ্‌পধান সুত্তন্ত (সংযুত্ত নিকায) ১৬, ৩,

মঙ্গল সুত্ত (সুত্তনিপাত) ৩২, ৪৩।
মহামঙ্গল সুত্তন্ত (সুত্তনিপাত) ৩০, ৮৩,
মহাসময সুত্তন্ত (দীঘনিকায়) ৩০, ৮৩
সমাচিত্ত সুত্ত (অঙ্গুত্তরনিকায ঃ দুঃখ মিপাত) ১৪, ৩৯
সুত্তপিটক ৫, ১৫০,

॥ দীপবংস ও মহাবংসের তুলনা ॥

উভয় পুস্তকই বুদ্ধের সিংহলে ধর্মপ্রচার হইতে মহাসেনের রাজত্বের শেষে সমাপ্ত হয়। মহাবংসের লেখকের নাম মহানাম। তিনি চতুর্থ শতাব্দীর লোক। দীপবংসের লেখকের নাম জানা নাই। উভয় লেখকই মহাবিহারে রক্ষিত অট্ঠকথা মহাবংসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।[১] তবে দীপবংসের ঘটনাসমূহ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। মহাবংসের চেয়ে দীপবংস প্রাচীনতম।[২] মহানামও তাঁহার গ্রন্থে দীপবংসের কথা কয়েকস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

দুইটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু তুলনা করিলে দেখা যায় যে দীপবংস অপেক্ষা মহাবংস অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। দীপবংস অনুসারে প্রথম সঙ্গীতি বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বর্ষা

১। "Oldenberg in his Dipavamsa mentions (Introduction P. 6) that the author of the Dipavamsa borrowed not only the materials of his own work but also the mode of expression, an even whole lines, word for word from the Atthakatha. In fact, a great part of the Dipavamsa, has the appearance not of an independent, continued work, but of a composition of such single stanzas extracted from a work or works like the Atthakatha."

২। "The Atthakatha—Mahavamsa of the Mahavaihara monastery, as shown by Oldenberg, was very intimately connected with king Mahasena with whose reign the glorious destinies of the monastery came practically to an end, and these the Atthakatha could only logically stop its account." (Dipavamsa, Intro., p. 8)

৩। "The quotation of the Mahavamsa of the ancients in the proemium of our Mahavamsa refers precisely to the Dipavamsa" (Geiger : Mahavamsa, P. XI.)

ঋতুর দ্বিতীয় মাসে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন বসে। অপর পক্ষে মহাবংসে উল্লেখ আছে যে বর্ষের চতুর্থ মাসে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে প্রথম সঙ্গীতি আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতি সম্পর্কেও উভয় গ্রন্থের ঘটনাসমূহ প্রায় একরূপ। উভয় গ্রন্থমতে বর্জীপুত্তিয় ভিক্ষুগণ দশটি অবিনয়িক নিয়ম বিনয়ান্তর্গত করিতে প্রয়াস পাইলে এই সঙ্গীতি আহূত হয়। সাতশত ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। মহাবংসে উল্লেখ আছে বালিকারাম বিহারে এবং দীপবংসের মতে মহাবন বিহারের কুটাগার সালায় সঙ্গীতির অধিবেশন বসিয়াছিল। উভয় লেখকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে দুর্বিনয়ী ভিক্ষুরা অপর একটি সঙ্গীতি করিয়াছিল এবং নিজেদের জন্য পৃথকভাবে ধর্মবিনয় সংগ্রহ করিয়াছিল। এই সঙ্গীতিকে মহাসঙ্গীতি বলা হইত। দ্বিতীয় সঙ্গায়ন সম্পর্কে উভয় লেখকদের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই।

ইহা ছাড়া অশোকের পূর্ববর্তী ভারতীয় রাজাদের নামের তালিকায়, রাজত্বকাল ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ঘটনাবলী, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সন তারিখ, মহাবিহার ও চেতিয়গিরি বিহারের প্রতিষ্ঠা, মহিন্দের পরিনির্বাণ, বিজয় হইতে দেবানম্পিয় তিষ্যের ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। কিন্তু দেবানম্‌পিয় তিষ্যের রাজত্বকাল লইয়া কিছু মতদ্বৈধতা আছে। দীপবংসের মতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৩৭ বৎসর পরে দেবানম্‌পিয় তিষ্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। অপর পক্ষে মহানাম বলেন মগ্‌গসির (Oct. & Nov.) অর্থাৎ নবম মাসের শুক্লপক্ষের ১ম দিবসে দেবানম্‌পিয তিষ্যের রাজ্যাভিষেক হয়। আবার দেবানম্‌পিয তিষ্য হইতে দুট্‌ঠগামণী পর্যন্ত রাজাদের ইতিহাসে কোন মতদ্বৈধ নাই। কেবল দুট্‌ঠ-গামণীর বেলায় মহাবংসে একটি পরিচ্ছেদ যোগ করিয়া বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। গামণীর জন্ম, গামণী ও তিষ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মরিচবতী বিহার নির্মাণ ও উৎসর্গ, লৌহপ্রাসাদ নির্মাণ, মহাথুপের জন্য সাজসরঞ্জাম যোগার মহাথুপের নির্মাণকার্য্য আরম্ভ, ধাতুচৈত্যের ভিত্তিস্থাপন, ধাতু-নিধান ও তাঁহার মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা সমূহ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দীপবংসে এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখমাত্র আছে।

দুট্ঠগামণী হইতে মহাসেন পর্যন্ত রাজাদের নামের তালিকা, ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ প্রায় উভয় গ্রন্থে একরূপ। তবে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় ঘটনা সমূহের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন দীপবংসে বলা হইয়াছে যে মহাসেন প্রথম জীবনে মহাবিহারবাসী ভিক্ষুদের উপর অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবংসে উহার উল্লেখ নাই। উহাতে বলা হইয়াছে মহাসেন মূলতঃ ধার্মিক রাজা ছিলেন। কতকগুলি দুষ্টপ্রকৃতির লোক তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়া অসৎ পথে চালিত করাইয়াছিলেন। রাজা নিজের ভুল বুঝার সঙ্গে সঙ্গে সেই পথ ত্যাগ করিয়া মহাবিহারের উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজাদের রাজত্বকাল সম্পর্কে উভয় গ্রন্থে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেন, গুত্ত, লজ্জিতিস্স,[১] নিলিয়, তিস্স যসলাল, অভয় ও তিস্স প্রভৃতি রাজাদের রাজত্বের সন তারিখ লইয়া কিছু কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। মহাবংস মতে সেন ও গুত্ত রাজারা ২১ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু দীপবংস মতে তাঁহারা মাত্র ১২ বৎসর রাজত্ব করেন। ২২ বৎসর ৮ বৎসর দীপবংস মতে অভয়ের পর তিস্স এবং মহাবংস মতে তিস্সের পর অভয় রাজা হন।

	দীপবংস	মহাবংস
লঞ্জিতিস্স	৯ বৎসর ৬ মাস	৯ বৎসর ৮ মাস
নিলিয়	৩ মাস	৬ মাস
তিস্সযসলাল	৮ বৎসর ৮ মাস	৭ বৎ ৮ মাস

॥ চূলবংস ॥

ইহা একক গ্রন্থ নহে। বহুগ্রন্থ একত্রিত করিয়া এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। মহাবংস মহানাম নামক একজন লেখকের রচনা। চূলবংস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা রচিত ও সংকলিত হইয়াছে। প্রথম অংশ ধর্মকীর্তি কর্তৃক সংকলিত হয়। তিনি সিংহলরাজ দ্বিতীয় পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। সপ্তত্রিংশ হইতে ঊনাশী অধ্যায়ের কোন লেখকের নাম পাওয়া যায় না। চূলবংসের ৮০ হইতে ৯০ পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় অংশের অন্তর্গত। ইহা প্রথম পরাক্রম বাহুর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বিজয়

১। 'মহাবংস' মতে 'লঞ্জিতিস্স'।

বাহুর আমলে আরম্ভ হয় এবং চতুর্থ পরাক্রমবাহুর আমলে শেষ হয়। চূল-বংসের ৯১ হইতে ১০০ পরিচ্ছেদ তৃতীয় অংশের অন্তর্গত।

মহাবংস ও দীপবংসে রাজাদের যে নামের তালিকা পাওয়া যায় উহা মহাসেনের রাজত্বকালেই সমাপ্ত হয়। চূলবংসে উল্লেখিত রাজাদের নামের তালিকা আরম্ভ হয় মহাসেনের পুত্র সিংহলরাজ সিরি মেঘবণ্ণের আমল হইতে। ইহার পরিসমাপ্তি হয় সিরিবিক্কমরাজসীহের রাজত্বকালে।

চূলবংসের প্রথম ভাগে মেঘবণ্ণ হইতে প্রথম পরাক্রম বাহু পর্যন্ত রাজাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহাতে সন তারিখ সহ ৭৮ জন রাজার ইতিহাস আছে। সিংহলরাজ বীরশ্রেষ্ঠ পরাক্রমবাহুর বীরত্বকাহিনী লইয়া আঠারটি পরিচ্ছেদ রচিত হইয়াছে। মাননীয় কপ্‌লষ্টন সাহেবের মতে চূলবংসের এই অংশকে 'পরাক্কম -গাথা' বলে। তিনি ভিক্ষুসংঘের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দরিদ্র জন সাধারনের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মহান বীর ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতীয় আক্রমণকারী চোল ও দামিলদিগকে পরাস্ত করিয়া অনুরাধাপুর দখল করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও বহুযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি বিদেশী আক্রমন কারীদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া সমস্ত লঙ্কার একছত্রাধিপত্য স্থাপন করিয়া সদ্ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি বহু বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করেন এবং সাধারণ লোকদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য বহু ব্যাপী ও উদ্যান নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

চূলবংসের দ্বিতীয় অংশ আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিজয়বাহুর রাজত্বকাল হইতে এবং পরিসমাপ্তি হয় চতুর্থ পরাক্কমবাহুর মৃত্যুতে। ইহাতে ২৩টি পরিচ্ছেদ আছে।

চূলবংসের শেষ অংশ তৃতীয় ভূবনেকবাহুর রাজত্বকালে আরম্ভ হয় এবং কিত্তিসিরি-রাজসিংহের আমলে পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহা ২৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহাতে ২৪জন রাজার আনুক্রমিক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। শেষের দুই পরিচ্ছেদে সিরিরাজাধিরাজসীহ ও সিরিবিকমরাজ সিংহের ইতিহাস আছে।

॥ থূপবংস ॥

ইহা একটি বিরাট গ্রন্থ। ইহার ইংরেজী সংস্করণ এখনও পালি টেক্সট্ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয় নাই। সিংহলী সংস্করণ ধর্মরতন কর্তৃক পত্রলিয়গোদা হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।[১] 'থূপ' বা সংস্কৃত 'স্তূপ' শব্দের অর্থ—চৈত্য' বা 'চেতিয'—যেখানে বুদ্ধ প্রভৃতি চারিজন মহাপুরুষের চিতাভস্ম সংরক্ষিত হয়। মহাপরিনিব্বান সূত্তে উল্লেখ[২] আছে যে, নিম্নলিখিত চারি প্রকার লোকের মৃত্যুর পর চৈত্য নির্মাণ করিয়া পূজা করা উচিত। যেমন তথাগত বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ, তথাগতশ্রাবক এবং চক্রবর্তী রাজা। উপরিউক্ত চারিজন ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর চৈত্য নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে মহাপুণ্যলাভ হয়। এইজন্য দেখা যায় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই মহাকশ্যপ স্থবিরের পরামর্শে রাজা অজাতশত্রুর সহায়তায় বৈশালী, কপিলাবস্তু, অল্লকপ্প, বেটদ্বীপ, পাবা, কুশীনারা এবং রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে বুদ্ধের পূতাস্থি রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাতটি চৈত্য নির্মিত হয়।

থূপবংসকে বিষয়বস্তু অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক বুদ্ধের পূর্বজন্মের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুদ্ধের জন্ম হইতে ধর্মপ্রচার, সংঘপ্রতিষ্ঠা, মহাপরিনির্বাণ লাভ এবং দ্রোণ ব্রাহ্মণ কর্তৃক ধাতুবিভাগ প্রভৃতি ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বা সর্বশেষ পরিচ্ছেদে পরবর্তী কালের ধাতুবিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে লেখক পালি ভাষায় থূপবংস রচনার কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে তাঁহার পুস্তক রচনার সময়ে আরও দুইটি থূপবংস

১। For detail knowledge of this book see a paper written on this book by Don Martino de Zelva Wickremasinghe, J. R. A. S., 1898.

২। Dighanikaya, 1 No.

—২৮

প্রচলিত ছিল : একটি সিংহলী ভাষায় এবং অপরটি মাগধী ভাষায়। সিংহলী সংস্করণ অপর ভাষাভাষী লোকদের উপযোগী নহে। মাগধী সংস্করণে বহু ভুলভ্রান্তি ছিল। লেখক 'থুপ' বা 'স্তূপ' নির্মাণের কারণ বর্ণনা করিয়াই মানবহিতের জন্য ২৪ জন বুদ্ধের অবদান বর্ণনা করেন। তিনি ২৪ জন বুদ্ধের মানব হিতৈষণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব-ইতিহাস ব্যক্ত করেন। গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধগণের তালিকায় পঞ্চবিংশতিতম। তিনি দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে সুমেধ তাপসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালেই ত্রিবেদ পারদর্শী হইয়া পিতার মৃত্যুর পর বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি সংসারের অসংখ্য প্রাণীর দুঃখে বিগলিত হইয়া তাঁহার সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া হিমাচল প্রদেশে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তপশ্চর্যা করিতে থাকেন।

এই সময় একদিন দীপঙ্কর সম্বুদ্ধের আগমনের জন্য পথ পরিষ্কার করিতে দেখিয়া নিজেও পুণ্যার্জনের জন্য কর্দমাক্ত স্থান পরিষ্কার করিতে থাকেন। কর্দম পরিষ্কৃত হইবার পূর্বেই বুদ্ধ অসিয়া পড়িলে নিজের দেহ কর্দমে স্থাপিত করিয়া বুদ্ধকে যাইবার পথ করিয়া দেন। পরে বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার মত একজন বুদ্ধ হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। দীপঙ্কর বুদ্ধ ও সুমেধ তাপসের মানবহিতৈষণার পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে তিনি বহু কল্প পরে গৌতম নামক সম্বুদ্ধ হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিবেন। তৎপর দীপঙ্কর বুদ্ধ নন্দারামে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে মহৎ ব্যক্তিরা তাঁহার পূতাস্থির উপর ধাতুচৈত্য নির্মাণ করিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন।

তৎপর কোণ্ডঞ্‌ঞ বুদ্ধের সময় আমাদের বোধিসত্ত্ব বিজিতাবী নামক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান করেন। কোণ্ডঞ্‌ঞ বুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধত্বলাভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পরে লোকেরা ধাতুচৈত্য নির্মাণ করিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুমঙ্গল বুদ্ধের সময়ে সুরুচি নামক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাত দিন ধর্মশ্রবণ করিয়াছিলেন। সুমঙ্গল বুদ্ধও তাঁহার বুদ্ধত্বলাভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। সুমন বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব

মহাশক্তিশালী অতুল নামক নাগরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। সুমন সম্বুদ্ধ ও গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন। ইহার পরে রেবত-বুদ্ধের সময়ে বোধিসত্ত্ব অতিদেব নামক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি এই জন্মে বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক জন্মে বুদ্ধগণ বোধিসত্ত্বের বুদ্ধলাভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয় যে গৌতম বুদ্ধ দীপঙ্কর প্রমুখ ২৪ জন বুদ্ধের কাছে নানারূপ পুণ্য সম্পাদন করিয়া বেশ্বান্তররূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান হইতে পারমী পূর্ণ করিয়া তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। দেবতাদের আমন্ত্রণে সেখান হইতে চ্যুত হইয়া কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে মহামায়া দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভদ্দকচ্চানার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তৎপর রাহুল নামক পুত্রের জন্মদিনেই গৃহত্যাগ করিয়া বোধি-দ্রুম মূলে অভিসম্বুদ্ধ হন। ইহার পরে ৪৫ বৎসর ধর্মপ্রচার করিবার পর কুশীনগরে মল্লদের উপবত্তনে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে বহু দেশ বুদ্ধের পূতাস্থি প্রার্থী হয়। তন্মধ্যে ইহারা প্রধান—কুশীনগরের মল্লগণ, মগধের রাজা অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবীগণ, কপিলাবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পবাসী বুলিগণ, রাম গ্রামের কোলিয়গণ, পাবার মল্লগণ, এবং বেটদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ। দ্রোণ নামক এক ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ উপস্থিত রাজন্যবর্গকে ধাতুসমূহ সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিলেন এবং নিজের জন্য গোপনে দন্তধাতু রাখিয়া দেন। কিন্তু ধাতুবিভাগ শেষ হওয়ার পরে দ্রোণ ব্রাহ্মণ দেখেন যে তাঁহার ভাগ কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কথিত আছে দেবরাজ ইন্দ্র দন্তধাতু লইয়া স্বর্গে যাইয়া দেবতাদের পূজার ব্যবস্থা করেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া যে আধারে করিয়া দন্তধাতু বিভাগ করিয়াছিলেন সেই আধারটি পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কালক্রমে পূতাস্থি রক্ষার জন্য আটটি চৈত্য নির্মিত হইল। রামগামে রক্ষিত পূতাস্থিগুলি নাগ কর্তৃক গৃহীত

হইয়া মহাসম্মানে পূজিত হইয়াছিল। এই পূতাস্থিগুলি পরে সিংহলে নীত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখক অশোকের স্তূপ নির্মাণের বিষয় ব্যক্ত করেন। কিংবদন্তী মতে অশোক ৮৪ হাজার বিহার নির্মাণ করাইয়া প্রত্যেক স্থানে ধাতু নিধান করাইয়াছিলেন। তৎপর লেখক একে একে অশোকের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা, ধর্মপ্রচারক প্রেরণ, তৃতীয় মহাসঙ্গীতি, তিস্‌সের সহিত বন্ধুত্ব, সিংহলে ধর্ম-প্রচার, দেবানম্পিয় তিস্‌স হইতে দুট্‌ঠগামনী পর্যন্ত রাজন্যবর্গ ধাতু রক্ষা ও পূজা অর্চনার জন্য কি কি করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে দেবানম্পিয় তিস্‌স যোজনে যোজনে সমস্ত সিংহল দ্বীপে ধাতুচৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পর আরও বহু জন্মে শীলপালন করিয়াছিলেন। এই সময়ও বুদ্ধ তাঁহার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। সোভিত বুদ্ধের সময় অজিত নামক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধের কাছে ধর্ম শ্রবণ করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। অনোমদর্শী বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব যক্ষ সেনাপতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পদুম বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব এক সিংহ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধকে নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে উপবিষ্ট অবস্থায় একাক্রমে সাতদিন অবলোকন করিয়াছিলেন। নারদ বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব মহাদান করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা ধর্ম পালন করিয়াছিলেন। পদুমুত্তরো বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব মানব নামক গৃহপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত ও ত্রিশরণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সুজাত বুদ্ধের সময় বড় রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধকে মহাদান করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। পিয়দর্শী বুদ্ধের সময় কস্‌সপ নামক যুবক হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়া ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধম্মদর্শী বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধকে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিয়াছিলেন। তিস্‌স বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব

মহাবিত্তশালী ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধকে মহাদান দিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। ফুস্‌স বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব বিজিতাবি নামক ক্ষত্রিয় হইয়া গৃহত্যাগ করতঃ ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পারমীপূর্ণ করিয়াছিলেন। বিপস্‌সীবুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব অতুল নামক নাগরাজ হইয়া সপ্তরত্ন বিচিত্র স্বর্ণসিংহাসন দান করিয়াছিলেন। শিখিবুদ্ধের সময় তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে প্রভূত দান করিয়া মহাপুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি অরিন্দম নামক রাজা হইয়াছিলেন। বেস্‌সভূ বুদ্ধের সময় সুদস্‌সন নামক রাজা হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিয়াছিলেন। ককুস্‌সন্ধ বুদ্ধের সময় তিনি ক্ষেম নামক রাজা হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কোনাগমন বুদ্ধের সময় পব্বত নামক রাজা হইয়া মন্ত্রীপরিষদ সমভিব্যাহারে ধর্মশ্রবণ করিয়া মহাদানের অনুষ্ঠান করিয়া ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কস্‌সপ বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব জ্যোতিপাল নামক মানবক হইয়া ঘটিকার মহাব্রহ্মাকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বহু রাজা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে সমস্ত রাজাদের মধ্যে দুট্‌ঠগামনীর[১] দান অনন্যসাধারণ, কারণ তিনি শুধু বিধর্মীর হাত হইতে বৌদ্ধধর্মকে বাঁচাইয়াছিলেন তাহা নহে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম আবার সিংহলের আবালবৃদ্ধ জনসাধারণের মরমে প্রবেশ করিয়া স্থায়ী হইয়াছিল। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ৯৯টি চৈত্য, বহু বিহার ও লৌহ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। দুট্‌ঠগামনী মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এক মহাথুপ নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মন্দির নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিবার জন্য যখন চিন্তা করিতেছিলেন, তখন দেবতারাই নাকি বহু মাল-মসলা যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। স্তূপ নির্মাণের কাজ মহা সমারোহের সহিত বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে আরম্ভ হয়।

১। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে দুট্‌ঠগামনী সম্পর্কে দীপবংসে মাত্র ১৩টি শ্লোক দৃষ্ট হয়। সেখানে তাঁহাকে অত্যাচারী রাজা বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থসমূহে তাঁহাকে জাতীয় নেতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি জাতির জন্য কেবল সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে তিনি সর্বপ্রকার ধর্মীয় কার্যে ছিলেন মুক্তহস্ত। (See Indian Literature, Vol. II, pp. 214—215.)

সিংহল ও জম্বুদ্বীপের বহু ভিক্ষু এই সময় উপস্থিত ছিলেন। ধাতুগর্ভের ভিতরে স্বর্ণনির্মিত মণিমুক্তা খচিত একটি বোধিবৃক্ষ স্থাপন করা হইয়াছিল। উহার উপর একটি চন্দ্রাতপ স্থাপিত ছিল। মুক্তানির্মিত বহু প্রকার চন্দ্র, সূর্য, তারকা এবং পুষ্প ঐ চন্দ্রাতপের সহিত সংযুক্ত ছিল। স্বর্ণনির্মিত ধাতুকরণ্ডের উপর এমন ভাবে একটি ধর্মচক্র অঙ্কিত ছিল যে যেন বুদ্ধ দেবতাদের সভায় ধর্মপ্রচার করিতেছেন। ইহা ছাড়া বুদ্ধের মহাসময় সুত্ত, রাহুলোবাদ ও মহামঙ্গল সূত্র দেশনার দৃশ্য, ধাতুবিভাগ এবং বুদ্ধ জীবনের বহু দৃশ্য ইহাতে অঙ্কিত ছিল।

বুদ্ধের আট দ্রোণ শারীরিক ধাতুর মধ্যে রাম গ্রামে নাগ কর্তৃক রক্ষিত পূতাস্থিই সিংহলের মহাথুপে নিধান করিবার জন্য আনা হইয়াছিল। ইহাই মহাথুপে মহাসমারোহের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ধাতুচৈত্যে ছাদ ও আস্তরণ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই দুট্ঠগামনী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। রাজা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিস্সকে দীঘবাপী হইতে ডাকাইয়া আনাইয়া স্তুপ সম্পূর্ণ করিবার ভার অর্পণ করেন। অতঃপর রাজা দুট্ঠগামনী পাল্কীতে চড়িয়া চৈত্যের চারিদিকে চক্রমণ করিতে করিতে স্তুপপূজা করিতে থাকেন। রাজকীয় ঘোষক তাঁহার কৃত সৎকর্মসমূহ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে থাকে। ইহা শুনিতে শুনিতেই রাজা এই মরদেহ ত্যাগ করিয়া তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। এইখানেই থুপবংসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

॥ মহাবোধিবংস ॥

প্রফেসর গাইগারের মতে ইহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে[১] উপতিস্স থের[২] কর্তৃক রচিত হয়। ইহার ইংরেজী সংস্করণ Strong সাহেবের সংকলিত লণ্ডন পালি টেক্সট্ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সিংহলী সংস্করণ উপতিস্স ও সারনন্দ কর্তৃক ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলম্বো হইতে প্রকাশিত হয়।

১। Dipavamsa and Mahavamsa, p. 78. আবার কেহ কেহ মনে করেন এই গ্রন্থটি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত হয়।

২। "উপতিস্স থেরবরেন বিরচিত।"

মহাবোধিবংসের রচয়িতা একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রাচীন পুথি হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে বেশ একটি বাহাদুরী আছে। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বুদ্ধগয়ার অন্তর্গত বোধিবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়। এই প্রাচীন মহাবোধিকে কেন্দ্র করিয়া বহু কাহিনী, গল্প, উপন্যাস রচিত হইয়াছে। এই বোধিবৃক্ষমূলেই রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম সৌত্রিয়ের প্রদত্ত একগুচ্ছ ঘাসের উপর উপবেশন করিয়া দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন,—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং,
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু ;
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়ঃ সমুচ্চলিষ্যতে।

এই বোধিবৃক্ষমূলে গৌতম তাঁহার সমস্ত দুঃখের অবসান করিয়া সর্বপ্রথম বুদ্ধত্বলাভ করেন। এই বোধিবৃক্ষমূলেই জগতের প্রাণীসমূহের কল্যাণের জন্য "বহুজন হিতায, বহুজন সুখায অথায় হিতায" বাণী প্রচারের সংকল্প করেন। এখান হইতেই ধর্মপ্রচারকের দল দেশ বিদেশে যাইয়া ভগবান বুদ্ধের অমৃতময় বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা বৌদ্ধজগতের পীঠস্থান। এইখানেই বুদ্ধঘোষের জন্ম হয়। এইস্থান হইতেই তিনি পালি অট্ঠকথা লিখিবার জন্য সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থের লেখক সংক্ষেপে বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপরিনির্বাণ, আনন্দের অর্হত্বলাভ, তিনটি বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি, মহিন্দের লঙ্কায় অবতরণ, মহাবিহার ও চেতিয়গিরি বিহারের প্রতিষ্ঠা, সংঘমিত্রার সিংহল আগমন, অশোক কর্তৃক সিংহলে বোধিবৃক্ষের শাখা প্রেরণ প্রভৃতি ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করেন। বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ সাধনের জন্য লেখক অকুণ্ঠিত চিত্তে পূর্বসূরীদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিত্যনূতন ঘটনা সমাবেশে গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন।

ইহার তিনটি সিংহলী এবং একটি বর্মী অক্ষরে লিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিংহলী পুঁথির দুইটি ইংল্যাণ্ডের পালি টেক্সট্ সোসাইটি লাইব্রেরীতে এবং একটি বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। বর্মী পুঁথিটি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

॥ হত্থাবনগল্ল বিহার বংস ॥

ইহা 'অতনগল্ল বিহারের' ইতিহাস। অথবনগল্ল একটি গ্রামের নাম। কলম্বো হইতে কয়েক মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। যেখানে রাজা শ্রীসঙ্ঘবোধি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেখানেই এই বিহারটি নির্মিত হইয়াছিল।[১] 'অতন গল্ল বিহার-বংস' নামক ইহার একটি সিংহলী সংস্করণ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কলম্বো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ডক্টর জি, পি, মলালশেখর Indian Historical Quarterlyতে ইহার কিছু অংশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকটি রাজা শ্রীসংঘবোধির আমলে প্রচলিত সরল পালিভাষায় রচিত। ইহার ১১টি অধ্যায় শ্রীসংঘবোধির জীবনেতিহাস লইয়া রচিত। শেষের তিন অধ্যায়ে শ্রীসংঘবোধি নির্মিত বিহার স্তূপ ও চৈত্যের বর্ণনা আছে। ইহা একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। মলালশেখর বলেন,

> It resembles more or less a historical novel into which the author has interwoven much materal of varying interest —graphic descriptions of forest, scenes, nearly a whole Chapter (Ch. 2) on the art of good Government, a comprehensive

১। G. P. Malalasekhera : The Pali Literature of Ceylon, The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London, 1928, pp. 218. এই পুস্তকের লেখক সম্ভবতঃ পণ্ডিত পরাক্রম বাহুর আমলে জীবিত ছিলেন। অনেকের অনুমান তিনি সংঘরাজ অনোমদর্শীর শিষ্য ছিলেন। লেখক নিজেই তাঁহার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার গুরু অনোমদর্শীর অনুপ্রেরণায় তিনি এই গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। অত্তনগল্ল-বংস (ed. D. Alwis (James) Colombo, 1870) উল্লেখ আছে অনোমদর্শী থের একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'দৈবজ্ঞ কামধেনু' নামক সিংহলী ভাষায় একখানি জ্যোতিশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

> moral code and a great deal of matter of historical importance. It is written in elgant but simple Pali, and is one of the first works in Pali to which a student is introduced in Ceylon monasteries with a view to familiarizing him with Pali Grammatical forms and constructions.[১]

রাজর্ষি শ্রীসংঘবোধি একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আত্মত্যাগ ও পরার্থ-পরতা শুধু সিংহলের ইতিহাসে নয় সমগ্র পালি সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। তিনি তাঁহার রাজ্য, ধন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি স্ত্রীপুত্র জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া দেশ ও জাতির কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি একজন আদর্শবাদী মহাপুরুষ। পার্থিব দৃষ্টিতে হয়ত তিনি খুব বেশী সফলকাম হন নাই। কারণ তিনি রাজত্ব ও পার্থিব সুখ-সম্পদ লাভ করিয়াও উহা হেলায় ত্যাগ করিয়া ঋষিবেশ ধারণ করতঃ ধ্যান ধারণায় রত হইয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি রাজকীয় আদর্শ মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই আদর্শগুলিকে দেশ ও জাতির কাছে তুলিয়া ধরিবার জন্য তাঁহাদের জীবন ও রাজ্য বিসর্জন দিয়াছিলেন। বক্ষ্যমান গ্রন্থে এই মহান রাজার জীবন ও আদর্শকে জগতের সম্মুখে উন্মোচিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীসংঘবোধি মহাথুপের নিকটস্থ মহিয়ঙ্গনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে এইস্থানে ভগবান বুদ্ধ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতুল মহানন্দ থের একজম ধর্মপরায়ণ ও বিদ্বান ভিক্ষু ছিলেন। বালক শ্রীসংঘবোধি তাঁহার আশ্রয়েই বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি সিংহলের সিংহাসনে আরোহন করেন। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে রাজা শ্রীসংঘবোধি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বিচার ও শাসন বিভাগের কিছু সংস্কার সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের লোকেরা তাঁহার প্রবর্তিত পন্থায় অ্যাভস্ত না হওয়ায় দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে তাঁহার অন্যতম মন্ত্রী গোটাভয় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইহা শুনিয়া শ্রীসংঘবোধি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া অরণ্যে

---

১. Malalasekhera: Op. Cit., pp. 218-219.

অনাগারিক জীবন কাটাইতে লাগিলেন। বিদ্রোহী রাজা গোটাভয় সিংহাসন অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি রাজার মস্তক আনিয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। অর্থের লোভে বহু নরহত্যা সংঘটিত হইল। এই সময় রাজা শ্রীসংঘবোধি দেশভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্তনগল্লের নিকটস্থ সুন্দর বনসণ্ডে অবস্থান করিয়া অনাগারিক জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি লোকের মুখে গোটা-ভয়ের পুরস্কার ও হত্যাকাণ্ডের বিষয় অবগত হইয়া নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া দেশবাসীর মঙ্গল করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি স্থানীয় কৃষকদিগকে ডাকাইয়া জানাইলেন যে তিনিই সেই শ্রীসংঘবোধি। কৃষকেরা ইহা শুনিয়া তাহাকে রাজার কাছে ধরাইয়া দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন রাজা স্বহস্তে তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার পরম আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। যথা সময়ে শ্রীসংঘবোধির খণ্ডিত মস্তক গোটাভয়ের কোর্টে হাজির করা হইল। রাজা ইহা দর্শন করিয়া অতিশয় মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহার কৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা করিলেন। পাত্রমিত্র সহকারে গোটাভয় শ্রীসংঘবোধির বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া রাজার কবন্ধ ও রানীর মৃতদেহ উদ্ধার করিলেন। রাজকীয় সমারোহে এই রাজরানীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং শ্রীসংঘবোধির প্রবর্তিত নীতিসমূহ তাঁহার রাজ্যশাসন কার্যে গ্রহণ করিয়া শ্রীসংঘবোধির স্মৃতির উদ্দেশ্যে বহু সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি বহু মন্দির ও বিহার নির্মাণ করাইলেন। উহাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল 'বটদাগে'। ইহা রাজার দেহভস্মের উপর নির্মিত হইয়াছিল। ইহা গোলাকার আয়তনবিশিষ্ট একটি বিরাট ধাতু চৈত্য। শ্রীসংঘবোধির উদ্দেশ্যে নির্মিত বহু এইরূপ চৈত্যের বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

॥ দাঠাবংস ॥

দাঠাবংস একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ইহার মত একখানি মূল্যবান গ্রন্থ পালি সাহিত্যে বিরল। ইহা বুদ্ধের দন্তধাতুর ইতিবৃত্ত লইয়া রচিত। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মহাবংস ও দীপবংসের চেয়ে ইহার উপযোগিতা কম

নহে।[১] ইহার অভাবে শুধু সিংহলের কেন সমগ্র বিশ্ব বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। ইহা ৮৪৫ বুদ্ধাব্দে সিংহলরাজ কিত্তিসিরি মেঘবন্নের আমলে ধম্মকিত্তি[২] কর্তৃক রচিত হয়। লেখক নিজেই বলিয়াছেন এই গ্রন্থখানি প্রথম সিংহলী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। পরে ভিন্নভাষাভাষি লোকদের সুবিধার জন্য পালি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সেনাপতি পরাক্রমের অনুপ্রেরণায় তিনি এই কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই পরাক্রমই লীলাবতীকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে আরোহন করেন। কার্নের মতে মূল গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৩১০ অব্দে রচিত হইয়াছিল। তখন উহাকে দালাদাবংস বলা হইত।

দাঠাবংস গ্রন্থখানিতে সুন্দর ছন্দময় মধ্যযুগীয় পালি কবিতার নিদর্শন মিলে। ইহা পালি ও প্রাচীন সিংহলী শব্দের সংমিশ্রণে রচিত। ইহার শব্দ

১. 'দাঠাবংস' গ্রন্থখানি বিমলা চরণ লাহা কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং মেসার্স মোতিলাল বনারসীদাস (Propreitors of the Panjab Book Depot কর্তৃক লাহোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইহার দুইটি সিংহলী সংস্করণ (তেরুনসে ও সীলালঙ্কার কর্তৃক) এবং P. T. S., London সংস্করণ J. P. T. S. (1884)এ প্রকাশিত হইয়াছে। আরও একটি ইংরেজী অনুবাদ (এম. কুমারস্বামীর) মেসার্স Trubner & Co., London হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ফরাসী সংস্করণ ১৮৮৪ খৃ: "La Dathavanca ; on Histoire de la dent relic du Buddha Gotama ; Poeme epique Pali de Dhammakitti"নামে Paris হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৫০০ খৃ: এক প্রত্নলিপিতে 'দাঠাবংস টীকা' নামে একখানি অর্থকথার উল্লেখ আছে (see G. Ternover : Account of the Tooth Relic of Ceylon, J. A. S. B., vi.)। ইহার একটি বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

২। ইনি 'সারত্থদীপণী টীকা, 'সারত্থমঞ্জুসা-টীকা' রতনপঞ্জিকা টীকা' (চান্দ্রব্যাকরণের উপর) এবং 'বিনয়সঙ্গহো' রচয়িতা সারীপুত্ত স্থবিরের শিষ্য ছিলেন। পুলত্তি নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তর্কশাস্ত্র, মাগধী ভাষা, ব্যাকরণ, কাব্য ও আগম প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গুণাবলীর জন্য তিনি রাজগুরু হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসনবংস (P. T. S. edition, p. 34) এবং গন্ধবংসে (J. P. T. S., 1886, p. 62) মহাথের ধর্মকীর্ত্তি দাঠাবংসের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ আছে।

সংকলন প্রশংসনীয়। কার্ন সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, "ইহা মহাকাব্য জাতীয় কবিতার অন্তর্গত, ইহাতে প্রাচীন পুস্তকসমূহের অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তি আছে এবং স্থানে স্থানে কমবেশী প্রচলিত লোককথার উদ্ধৃতাংশ দৃষ্টি হয়।"[১] প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভিক কবিতাসমূহ জগতিছন্দে, তৎপর ৬০টি কবিতা বংসট্‌ঠ বৃত্তে এবং বাকী দুইটি স্রগধারা ছন্দে রচিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুট্‌ঠছন্দ, পথ্যবক্ত্র বৃত্ত এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিট্‌ঠুব উপজাতি, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, সিখরিনী বৃত্তে রচিত। চতুর্থ অধ্যায়ে অতিসক্‌খরী, মালিনী, সার্দুলবিক্রিতা ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সক্‌খরী, বসন্ততিলকা, স্রক্‌ধারা বৃত্ত ব্যবহৃত।

দাঠাবংসের মত বুদ্ধের দন্তধাতুর ধারাবাহিক ইতিহাস আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহাতে বলা হইয়াছে যে কলিঙ্গরাজ দন্তকুমার কলিঙ্গের রাজধানী দন্তপুর হইতে বুদ্ধের দন্তধাতু সিংহলে লইয়া আসেন। ইহাতে সর্বমোট পাঁচটি অধ্যায় আছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে লেখক সুমেধ তাপসের জীবনেতিহাস আলোচনা করেন। ইহাতে তিনি বলেন যে সুমেধ তাপস দীপঙ্কর বুদ্ধকে রম্যবতী নগরীর কর্দমাক্ত রাস্তায় শুইয়া পড়িয়া পূজা করতঃ বহু জন্মান্তর ধরিয়া বুদ্ধত্বলাভের জন্য দশপারমিতার[২] অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শেষ জন্মে তুষিত দেবলোকে সন্তুষিত নামক দেবপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তথা হইতে দেবতাদের অনুরোধে কপিলাবস্তুর রাজা সুদ্ধোদনের গৃহে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর ভূমিস্পর্শ করিয়াই উত্তরদিকে সপ্তপদ অগ্রসর হন এবং সপ্তমপদে দাঁড়াইয়া বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমি অগ্র, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি বুদ্ধ হইব।" তাঁহার

১। "It belongs to the class of compendiums and contains repetition of passages from more ancient works with more or less apocryphal additions." (Manual of Indian Buddhism, p. 9.)

২। দশপারমিতা, যথা, ; দান, শীল, ভাবনা, নৈষ্ক্রম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা।

নামকরণ করা হয় সিদ্ধার্থ কুমার। শিক্ষা সমাপ্তির পর ষোল বৎসর বয়সে ভদ্দকচ্চানার[১] সহিত তাহার বিবাহ হয়। চৌদ্দ বৎসর তিনি গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন। রাহুল নামক তাঁহার এক পুত্র হয়। উনত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিবার পর ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধগয়ার নিকটস্থ বোধিদ্রুম মূলে বুদ্ধত্বলাভ করিয়া এক সপ্তাহ বোধিমূলে নির্বাণসুখ উপলব্ধি করেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে অনিমেষ নয়নে বোধিবৃক্ষকে অবলোকন করেন। তৃতীয় সপ্তাহ চক্রমণ করিয়া কাটান। চতুর্থ সপ্তাহে বোধিদ্রুমের নিকটস্থ রতনগড় চৈত্যে প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতি চিন্তা করিয়া কাটান। তৎপর পদব্রজে অজপাল নিগ্রোধ বৃক্ষের নীচে যান এবং তথায় ধ্যানে বসিয়া এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। ষষ্ঠ সপ্তাহে তিনি মুচলিন্দ নাগরাজের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ঝড়ঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা পান। সপ্তম সপ্তাহে রাজায়তন পরিদর্শন করেন।[২] ইহার পর ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য ইসিপতন মিগদায়ের দিকে রওনা হন। পথিমধ্যে দুইজন বণিক বুদ্ধকে মধুপিণ্ডিক[৩] (মধু ও গুড়) দান করেন এবং বুদ্ধের কাছে বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ গ্রহণ করেন। ইঁহারা পালি সাহিত্যে দ্বেবাচিক উপাসক নামে পরিচিত। তৎপর তিনি আষাঢ়ি পূর্ণিমা তিথিতে অজ্ঞাত কোণ্ডন্য প্রমুখ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণকে প্রথম ধর্মদেশনা প্রকাশ করেন।

১। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পালি সাহিত্যে কোথায়ও সিদ্ধার্থের স্ত্রীকে যশোধরা বলিয়া সম্বোধন করা হয় নাই। সমস্ত সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধের স্ত্রীর নাম 'যশোধরা' বলিয়া উল্লেখ আছে। পালিসাহিত্যে তাঁহাকে প্রায় 'রাহুল-মাতা' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। আমাদের দেশে এখনেও অনেকের মাতা সন্তানের নামে পরিচিতা হন। সম্ভবতঃ উহা পালি সাহিত্যের প্রভাব।

২। "পঠমং বোধিপল্লঙ্কং দুতিযে অনিমিসম্পিচ
তিতিযে চঙ্কমনং সেট্ঠং চতুথং রতনং গরং
পঞ্চমং অজপালঞ্চ মুচলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং
সত্তমং রাজাযতনং বন্দেতং বোধিপাদপং।"

৩। 'মধুপিণ্ডিক' শব্দের অর্থ বড় আকারের গুড়ের পিঠা অথবা (মোয়া ছাতুর মধুপিণ্ডিকন্তি মহন্তং গুলপূবং বদ্ধ সত্তুগুলকং)—পপঞ্চ সূদনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক বুদ্ধের লঙ্কা ভ্রমণের ইতিহাস বর্ণনা করেন। বুদ্ধত্ব লাভের নবম মাসে ভগবান আকাশমার্গে আসিয়া মহানাগবনে অবতরণ করেন। তিনি তথায় যক্ষদিগের এক সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া ঝড় বৃষ্টি, ও অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। যক্ষগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলে বুদ্ধ তাহাদের মধ্যে উপবেশন করেন। যক্ষেরা ভয়ে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে বুদ্ধ তাহাদিগকে লঙ্কার সন্নিকটস্থ গিরি দ্বীপে আশ্রয় দান করেন। এইভাবে লঙ্কাদ্বীপকে যক্ষের হাত হইতে মুক্ত করা হয়। তখন দেবগণ আসিয়া তথায় বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করেন। সুমন নামক দেবতা বুদ্ধের নিকট হইতে কেশধাতু গ্রহণ করিয়া সুমন কূটে এক ধাতুচৈত্য নির্মাণ করিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে বুদ্ধ আবার লঙ্কায় আগমন করেন এবং চূলোদর ও মহোদরের ঝগড়া মিটাইয়া দুইজনের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। অষ্টম বর্ষে বুদ্ধ আবার মনিয়ক্খিক নাগের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে সিংহলে আগমন করেন। পাঁচ-শত শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ যেই আসনে বসিয়াছিলেন সেইখানে একটি চৈত্য নির্মিত হয়। ঐ চৈত্যের নাম 'কল্যাণী চৈত্য'। তৎপর তিনি সুমনকূট পর্বত পরিদর্শন করিয়া তথায় একটি পদচিহ্ন রাখিয়া যান। ইহার পর বুদ্ধ দীঘবাপী, অনুরাধাপুর এবং থুপারাম প্রভৃতি দর্শন করিয়া জেতবনে ফিরিয়া আসেন। তিনি ৪৫ বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়া কুশীনগরে মল্লদের উপ-বর্ত্তনে ৮০ বৎসর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁহার মহাপরিনির্বাণ লাভের সময় বহু অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয়। পৃথিবী কম্পিত হয়, আকাশ বাতাস স্বর্গীয় গানে আমোদিত হইয়া উঠে। বৃক্ষে বৃক্ষে অকালকুসুম প্রস্ফুটিত হয়। মহাকাশ্যপ উপস্থিত হইলে বুদ্ধের সুবর্ণ দেহ ভস্মীভূত হইয়া কেবল অস্থি-গুলি মুক্তার মত ছড়াইয়া থাকে। বুদ্ধের ইচ্ছানুসারে চারটি মাথার খুলি, দুইটি বক্ষাস্থি ও চারি দন্ত অবশিষ্ট ছিল। সরভূ নামক শারীপুত্র স্থবিরের এক শিষ্য বুদ্ধের একটি গ্রীবাস্থি (Collar bone) লইয়া সিংহলের মনিয়ঙ্গনে একটি চৈত্য নির্মাণ করেন। ধাতুবিভাগের সময় ক্ষেম নামক এক অরহৎ ভিক্ষু বুদ্ধের বাম দন্তধাতু রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ধাতু লইয়া পরে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত দন্তপুরে এক

চৈত্য নির্মাণ করান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কাশীরাজ চৈত্য নির্মাণ করিয়া দন্তধাতুর পূজা করেন। কাশীরাজের পুত্র সুনন্দ, সুনন্দের পুত্র গুহসিব তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের অনুরূপ কাজ করিয়া স্বীয় বংশের অতুল প্রভাব বর্তমান রাখেন। গুহসিবের মন্ত্রী মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। গুহসিবের নিকট দন্তধাতুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া তাঁহার রাজ্যে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন নিগ্রন্থেরা উপদ্রব আরম্ভ করে। গুহসিব তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। নিগ্রন্থেরা ক্ষিপ্ত হইয়া মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পাটলিপুত্রের রাজা পাণ্ডুর কাছে এই বিষয় নিবেদন করে। পাণ্ডু তাঁহার অধীনস্থ রাজা চিত্তযানকে চতুরঙ্গিনী সৈন্য লইয়া গুহসিবের রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠান। গুহসিবের কাছে দন্তধাতুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া চিত্তযান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এইখানেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে চিত্তযান গুহসিবকে পাণ্ডুরাজের আদেশ জানাইলেন। গুহসিব বহুলোক সমভিব্যাহারে শোভাযাত্রা করিয়া দন্তধাতু সমেত পাটলিপুত্র নগরে আসিয়া পাণ্ডুরাজকে বহু মুল্যবান উপহার প্রদান করিয়া সম্মান করিলেন। নিগ্রন্থদের চক্রান্তে পাণ্ডুরাজ গুহসিবকে বসিবার আসন পর্যন্ত দিলেন না। উপরন্তু বুদ্ধের দন্তধাতুকে আগুনে পোড়াইয়া ফেলিবার জন্য কয়লার বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই লেলিহান অগ্নিশিখা দন্তধাতুর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া গেল। চতুর্দিক হইতে শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। আগুনের ভিতর হইতে এক বৃহৎ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। এই পদ্মের মধ্যভাগে দন্তধাতু দীপ্তিদান করিতে লাগিল। আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখিয়া বহু নিগ্রন্থ বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন। কিন্তু রাজা নিজে তাঁহার মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি পাথর দ্বারা পিষিয়া দন্তধাতু নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দন্তধাতু আকাশে উত্থিত হইয়া স্থিত হইল। রাজা দন্তধাতুটিকে করণ্ডের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। উপস্থিত জনসঙ্ঘের মধ্যে কেহই উহা করিতে পারিল না। রাজা বলিলেন যে উহা লইতে পারে তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন। তখন অনাথপিণ্ডিকের এক প্রপৌত্র পরম শ্রদ্ধা-

সহকারে দন্তধাতুর পূজা করিলে উহা আসিয়া তাঁহার মস্তকের উপর স্থিত হইল এবং সেখানে থাকিয়া বহুপ্রকার বিভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিগ্রন্থদের পরামর্শে রাজা দন্তধাতুটিকে গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। অবশেষে রাজা চিত্তযানের পরামর্শে পাণ্ডুরাজ মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করতঃ বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়া গুহসিবের মহাসৎকার করিলেন।

এই সময় ক্ষীরধারা নামক একজন রাজা পাণ্ডুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডু তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়া গুহসিবকে দন্তধাতুসহ কলিঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। কিছুদিন পরে উজ্জয়িনীরাজ দন্তকুমার দন্তধাতু পূজা করিবার জন্য কলিঙ্গ-রাজ্যে আগমন করেন। কলিঙ্গরাজ পরম আদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং দন্তকুমারের গুণপণায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা মলয়বনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং জোরপূর্বক দন্তধাতু লইয়া যাইবার উদ্যোগ করেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গুহসিব জামাতা ও কন্যাকে দন্তধাতু লইয়া সিংহলে যাইবার পরামর্শ দিলেন। তখন সিংহলরাজ মহাসেন গুহসিবের বন্ধু ছিলেন। মহাসেন ও তাঁহার প্রজারা সবাই বৌদ্ধ। সিংহলে দন্তধাতু নিরাপদে থাকিবে ভাবিয়া রাজকন্যা ও জামাতা বাণিজ্যপোতে আরোহন করিয়া নিরাপদে সিংহলে উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয় যে দন্তধাতু লইয়া দন্তকুমার ও তাঁহার স্ত্রী অনুরাধা-পুরের পূর্বদিকস্থ একটি গ্রামে উপস্থিত হন। এই সময় মহাসেনের পুত্র কিত্তিসিরি মেঘের রাজত্বের নবম বর্ষ। অতঃপর দন্তকুমার মেঘগিরি বিহারে যাইয়া এক অহরৎ ভিক্ষুর সাহায্যে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা দন্তকুমারের মুখে তাঁহার পিতৃসুহৃদ গুহসিবের কথা শুনিয়া অতীব মর্মাহত হইলেন। দন্তধাতুর নিরাপদ অবস্থিতির জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিলেন। তৎপর মহাসমারোহে দন্তধাতুকে রাজপ্রাসাদে লইয়া আসা হইল এবং সাতদিন ধরিয়া নানা প্রকার উৎসবের সহিত উহার অভ্যর্থনা করা হইল। সিংহলের নানা স্থান হইতে শ্রমণ, ভিক্ষু, উপাসক ও উপাসিকারা আসিয়া দন্তধাতুর পূজা করিলেন। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা সংঘটিত হইল। রাজার ধারণা ছিল ধাতুর বর্ণ প্রাতঃকালীন নক্ষত্রের

মত শ্বেত ও উজ্জ্বল। ধাতুর বর্ণ তদনুরূপ না হওয়ায় রাজার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু ধাতুর নানারূপ বিভূতি দর্শন করিয়া শীঘ্রই সেই ধারণা দুরীভূত হইল। রাজা ধাতু রাখিবার জন্য অনুরাধাপুরে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এক বৃহৎ চৈত্য নির্মাণ করাইলেন। ইহার পর কথা উঠিল কাহার তত্ত্বাবধানে কোথায় ধাতুরক্ষিত হইবে। তখন সজ্জিত হস্তীতে ধাতু স্থাপন করিয়া নগরীর মহাপথে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। হস্তী সমস্ত নগরী পরিদর্শন করিয়া যেখানে মহিন্দ সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন সেই স্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সেই স্থানই ধাতু রাখিবার জন্য নির্দিষ্ট হইল। রাজা আদেশ করিলেন যে বৎসরে একবার দন্তধাতু বাহির করা হইবে এবং সমস্ত নগরী প্রদক্ষিণ করাইয়া গর্ভগৃহে রক্ষা করা হইবে। এই সময় হইতে প্রত্যেক বৎসর বহু দর্শনপ্রার্থী আসিয়া সিংহলের অনুরাধাপুরে ভিড় করে। কিত্তিসিরি মেঘের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীরা ধাতুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ইহার পর এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটে।

॥ সদ্ধর্ম সংগহো ॥

ইহা একটি সংকলন গ্রন্থ।[১] ইহা পদ্যে ও গদ্যে রচিত। ইহা ধর্মকিত্তাভিধান থের নামক একজন ভিক্ষু কর্তৃক রচিত হয়। ইহাতে নয়টি পরিচ্ছেদ আছে। এই গ্রন্থে মজ্ঝিম, সংযুত্ত, অঙ্গুত্ত প্রভৃতি নিকায়গুলির উল্লেখ আছে। ভাষার ইতিহাস রচনার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। ইহা ছাড়া অভিধম্ম পিটকের গ্রন্থগুলির নামও ইহাতে পাওয়া যায়। ইহাতে উল্লেখ আছে বজ্জীপুত্তিয় ভিক্ষুরা বৈশালীতে এবং যশস্থবির মহাবনস্থিত কুটাগারসালায় বাস করিতেন। মোগগলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির পরবাদিদের নিগৃহীত করিবার জন্য কথাবথু প্রকরণ রচনা করিয়াছিলেন।

ইহাতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য কোন কোন দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে থের

১। Saddhamma-sangaho, edited by Nedimale Saddhananda for the P. T. S., London.

মজ্ঝিম গান্ধার ও কাশ্মীরে, মহাদেব থের মহিসমণ্ডলে, রক্ষিত থের বনবাসীতে, যোনক ধম্মরক্খিত অপরান্ত দেশে, মজ্ঝিম থের হিমাচল প্রদেশে, সোনক ও উত্তর সুবর্ণভূমিতে, মহিন্দ থের লঙ্কায় ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইত্তিয়, উত্তিয়, সম্বল এবং ভদ্দশাল স্থবিরগণ মহিন্দের সঙ্গে লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। উপরি উল্লেখিত দেশগুলি ছাড়া চম্পকদেশে[১] ধর্মপ্রচারকের দল প্রেরিত হইয়াছিল।

॥ বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি ॥

ইহা বিখ্যাত অর্থকথাকার বুদ্ধঘোসের জীবনচরিত লইয়া রচিত। ইহার লেখকের নাম অজ্ঞাত। ইহাতে উল্লেখিত ঘটনাসমূহ চূলবংসের তুলনায় কম ঐতিহাসিক বলিয়া পণ্ডিতেরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বুদ্ধঘোসের বাল্যকাল, শ্রামণ্যধর্ম গ্রহণ, বুদ্ধঘোসের পিতার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ, সিংহল গমন, গ্রন্থ অনুবাদ করিবার অনুমতিলাভ, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনাসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। মিলিন্দপঞ্‌হো, মহাবংস ও বুদ্ধঘোসুপ্পত্তিতে বর্ণিত ঘটনাসমূহের সহিত ইহার এতই মিল যে বহু পণ্ডিত বুদ্ধঘোসুপ্পত্তির লেখক পূর্বসূরীদের অনুকরণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হুবহু নকল করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া বুদ্ধঘোসুপ্পত্তির ভাষা ও রচনাপদ্ধতি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি-বর্জিত। বুদ্ধঘোসের গ্রন্থগুলি রচিত হওয়ার পরে তাঁহার সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত অসংবদ্ধ প্রবাদ কিংবদন্তীগুলি একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া একটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। অধিকাংশ গল্পই কাল্পনিক, আবেগমূলক এবং অনৈতিহাসিক। জেইম্‌স গ্রে সত্যই বলিয়াছেন "the work reads like an 'Arthurian Romance'."[২] বুদ্ধঘোসুপ্পত্তিতে প্রদত্ত জন্ম, বাল্যজীবন, দীক্ষা প্রভৃতি প্রায় নাগসেন ও মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের অনুরূপ। বুদ্ধঘোসুপ্পত্তিতে বুদ্ধদত্ত ও বুদ্ধঘোসের নিম্নরূপ কথোপকথন দৃষ্ট হয়।

১। চম্পক নগর বাসীনং।

২। James Gray, Buddhaghosuppatti, Messrs Luzac & Co. : London ; B. C. Law : The Life and Works of Buddhaghosa.

বুদ্ধদত্ত : আমি বুদ্ধের বাণী সংগ্রহের জন্য আপনার পূর্বে সিংহলে গমন করিয়াছিলাম। আমি বৃদ্ধ, বেশীদিন বাঁচিব না। আমার পক্ষে এইকাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইবে না। আপনি কৃতিত্বের সহিত ইহা সম্পন্ন করুন।"

কিন্তু বুদ্ধদত্তের বিনয়বিনিচ্চয়ে "বুদ্ধদত্ত বুদ্ধঘোসকে তাঁহার অর্থকথা রচনা সম্পন্ন হইলে তাঁহার কাছে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদত্ত উহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিবেন।" বুদ্ধদত্তের এই অনুরোধ বুদ্ধঘোস সম্ভবতঃ রক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ বুদ্ধদত্ত অভিধম্ম ও বিনয় সংক্ষেপ করিয়া যথাক্রমে 'অভিধম্মাবতার' ও 'বিনয়বিনিচ্চয়' রচনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোসুপ্পত্তির রচয়িতা কয়েকটি অসংবদ্ধ উক্তি করিয়াছেন। যেমন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক বলিয়াছেন যে বুদ্ধঘোস বৌদ্ধ-সাহিত্য মাগধী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবার সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয় যে বুদ্ধঘোসের অনুবাদকার্য সম্পন্ন হইলে মহিন্দকৃত অট্‌ঠকথাগুলি পোড়াইয়া ফেলা হয়। এই অসংবদ্ধ উক্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি বুদ্ধঘোস সিংহলী অট্‌ঠকথা মাগধীভাষায় অনুবাদ করিয়া থাকেন তবে মহিন্দকৃত অট্‌ঠকথা নষ্ট করিয়া ফেলার কোন যুক্তসঙ্গত কারণ থাকিতে পারেনা।

॥ গন্ধবংস ॥

'গন্ধবংস' বা গ্রন্থবংস অর্থাৎ গ্রন্থের ইতিহাস বা গ্রন্থ-পরিচয়। এইরূপ একখানি গ্রন্থ পালি সাহিত্যে বিরল। ইহা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। শুধু ত্রিপিটকান্তর্গত পালি পুস্তকের জন্য নয় আরও বহু আধুনিক পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে সাসনবংস হইতেও ইহার বিবরণ দীর্ঘ ও বিস্তৃত। গন্ধবংসে উল্লেখিত কতকগুলি পুস্তক ও লেখকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহকচ্চায়ন :— কচ্চাযনগন্ধো, মহানিরুত্তিগন্ধো, চুল্লরিরুত্তিগন্ধো, নেত্তিগন্ধো, পেটকোপদেসগন্ধো, এবং বণ্ণনীতিগন্ধো।

বুদ্ধঘোস :— বিসুদ্ধিমগ্‌গো, সুমঙ্গলবিলাসিনী, পপঞ্চসূদনী, সারত্থপকাসিনী, মনোরথপূরনী, সামন্তপাসাধিকা, পরমত্থকথা, কঙ্খাবিতরনী, ধম্মপদট্‌ঠকথা, জাতকট্‌ঠকথা, খুদ্দকপাঠট্‌ঠকথা, এবং অপদানট্‌টকথা।

বুদ্ধদত্ত :— বিনযবিনিচ্চযো, উত্তরবিচ্চিনযো, অভিধম্মাবতারো, এবং মধুরট্ঠবিলাসিনী।

আনন্দ :— মূলটীকং।

ধম্মপাল :— নেত্তিপকরণট্ঠকথা, ইতিবুত্তক অট্ঠকথা, উদানট্ঠকথা, চরিযাপিটক-অট্ঠকথা, থেরগাথাট্ঠকথা, বিমানবত্থুস্সু বিমলবিলাসিনী নাম অট্ঠকথা, পরমত্থমঞ্জুসা, দীঘনিকায় অট্ঠকথাধীনং চতুন্নং অট্ঠকথানং লীনত্থপকাসিনী নাম টীকা, জাতকত্থকথায লীনত্থপকাসিনী নাম টীকা, পরমত্থ দীপনী, লীনত্থবণ্ণনা।

মহাবজিরবুদ্ধি :— মুখমত্তদীপনী।

চুল্লবজিরো :— অত্থ ব্যাখ্যানং।

দীপঙ্করো :— রূপসিদ্ধি পকরণং, রূপসিদ্ধি টীকং, সুম্মপঞ্চসুত্তং।

চুল্লধম্মপালো :— সচ্চসংখেপং।

কস্সপো :— মহাবিচ্ছেদনী, বিমতিচ্ছেদনী, বুদ্ধবংস, অনাগতবংস।

মহানাম :— সদ্ধম্মপকাসনী, মহাবংস, চুল্লবংস।

উপসেন :— সদ্ধম্মট্ঠিতিকং।

মোগ্গল্লান :— মোগ্গল্লানব্যাকরণং।

সংঘরক্খিত :— সুবোধালঙ্কারং।

বুত্তদযকার :— বুত্তোদয, সংবন্ধচিন্তা, নবটীকং।

ধম্মসিরি :— খুদ্দসিক্খং।

অনুরুদ্ধ :— খুদ্দসিকখং।

অনুরুদ্ধ :— পরমত্ত বিনিচ্ছযং, নামরূপ পরিচ্ছেদং, অভিধম্মত্থ সংগহপকরণং।

খেম :— খেমং।

সারিপুত্ত :— সারত্থদীপনী, বিনযসংগহপকরণং, সারত্থমঞ্জুসং, এবং পঞ্চকং।

বুদ্ধনাগ :— বিনয়ত্থমঞ্জুসং।

নব মোগ্গল্লান :— অভিধানপ্পদীপিকং।

বাচিস্সরো :— সম্বন্ধচিন্তাটীকা, মোগ্গল্লান ব্যাকরণস্স টীকা, নামরূপপরিচ্ছেদ

টীকা, পদরূপবিভাবনং, খেমপকরণস্‌স টীকা, মূলসিকখায টীকা, বুত্তোদয-বিবরণং, সুমঙ্গলপসাদনী, বালাবতারো, যোগবিনিচ্ছযো, সীমালঙ্কার, রূপারূপবিভাগ এবং পচ্চযসংগহো।

সুমঙ্গল ঃ— অভিধম্মত্থবিকাসনী, অভিধম্মত্থ বিভাবনী।

ধম্মকিত্তি ঃ— দন্তধাতুপকরণং।

মেধঙ্করো ঃ— জিনচরিতং।

সদ্ধম্মসিরি ঃ— সদ্দত্থভেদচিন্তা।

দেবো ঃ— সুমনকূটবণ্ণনা।

চুল্লবুদ্ধঘোস ঃ— জাতত্তগিনিদানং, সোতত্তগিনিদানং।

রট্‌ঠপাল ঃ— মধুরসবাহিনী।

অগ্‌গবং ঃ— সদ্দনীতিপকরনং।

বিমলবুদ্ধি ঃ— মহাটীকং।

উত্তম ঃ— বালাবতার টীকং, লিঙ্গত্থবিবরণ টীকং।

ক্যচ্চারঞ্‌ঞো ঃ— সদ্দবিন্দু, পরমত্থবিন্দু পকরণং।

সদ্ধম্মগুরু ঃ— সদ্দবুত্তিপকাসনং।

অগ্‌গপণ্ডিত ঃ— লোকুপ্পত্তি।

সদ্দম্মজোতিপাল ঃ— সীমালঙ্কারস্‌সটীকা, মাতিকত্থ দীপনী, বিনয়স মুট্‌ঠানদীপনী, গন্ধসারো, পট্‌ঠান গণনানযো, সংখেপবণ্ণনা, সুত্তনিদ্দেসো, পাতিমোক্‌খ-বিসোধনী।

নববিমলবুদ্ধি ঃ— অভিধম্মপণ্ণরসট্‌ঠানং।

বেপুল্লবুদ্ধি ঃ— সদ্দসারত্থ জালিনিযা টীকা, বুত্তোদয টীকা, পরমত্থমঞ্জুসা, দসগণ্ডি-বণ্ণনা, মগধভূতাবিদগ্‌গং, বিদধিমুক্‌খমণ্ডন টীকা।

অরিযবংস ঃ— মণিসারমুঞ্জসং, মণিদীপং, গণ্ডাভরণং, মহানিস্‌সবণং, জাতকবিসোধনং।

চীবরো ঃ— জজ্ঝদস্‌স টীকং।

নবমেধঙ্করো ঃ— লোকদীপকসারং।

সারিপুত্তো ঃ— সদ্দবুত্তিপকাসকস্‌স টীকং।

সদ্ধম্মগুরু :— সদ্দবুত্তিপকাসনং।

ধম্মসেনাপতি :— কারিকং, এতিমাসমিদ্ধীপকং, এবং মনোহারণং।

ঞাণসাগরো :— লিঙ্গত্তবিবরণ পকাসনং।

অভয় :— সদ্দত্তভেদচিন্তায মহাটীকং।

গুণসাগরো :— মুখমত্তসারং তট টীকং।

সুভূতচন্দন :— লিঙ্গত্তবিবরণ পকরণং।

উদুম্বরনামাচরিযো :— পেটকোপদেসস্‌স টীকং।

উপতিস্‌সাচরিয :— অনাগতবংসস্‌স অট্‌ঠকথা।

বুদ্ধপিয :— সারত্তসংগহ নামগন্ধো।

ধম্মানন্দাচরিয :— কচ্চায়নসারো, কচ্চাযনভেদ, এবং কচ্চাযনসারস্‌স টীকা।

গন্ধাচরিযো :— কুরুণ্ডিগন্ধ।

নাগ্গীতাচরিয় :— সদ্দসাসারত্তজালিনী।

এইগুলি ছাড়া গন্ধবংসে আরও কতকগুলি পুস্তকের নাম পাওয়া যায় যাহাদের লেখকের নাম অজ্ঞাত। যেমন, মহাপচ্চরিযং, পূরাণটীকা, মূলসিক্‌খা-টীকা, লীনত্তপকাসিনী, নিসন্দেহো, ধম্মানুসারনী, ঞেয্যাসন্দতি, ঞেয্যাসন্দতিযা টীকা, সুমহাবতারো, লোকপঞ্‌ঞত্তি পকরণং, তথাগতুপ্পত্তি পকরণং, নলাতধাতু-বণ্ণনা, সীহলবত্থু, ধম্মদীপকো, পটিপত্তিসংগহো, বিসুদ্ধিমগ্‌গগন্ধি; অভিধম্মগন্ধি, নেত্তিপকরণ গন্ধি, বিসুদ্ধিমগ্‌গচুল্লনব টীকা, সোতপ্পমালিনী, পসাদজননী, সুবোধা-লঙ্কারস্‌স নব টীকা, গূল্হত্থটীকং, বালপ্পবোধনং, সদ্দত্তভেদচিন্তাযমজ্ঝিম টীকং, কারিকায টীকং, এতিমাসমিদীপিকায টীকং, দীপবংস, থূপবংস এবং বোধিবংস।

॥ সাসনবংস ॥

ইহা পালিসাহিত্যের একখানি মূল্যবান ও উপাদেয় গ্রন্থ।[১] ইহার লেখকের নাম পঞ্‌ঞাসামী। ইনি উনিশ শতকের লোক। ইনি তদানীন্তন সংঘরাজের

১। ইহার একটি সুন্দর বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর বিহার ১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ডক্টর বিমলচরণ লাহা ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। See for details. The author of the Sasanavamsa by M. Bode, J. R. A. S., 1889, pp. 674–676.

শিষ্য। রাজগুরু পঞ্ঞাসামী অথবা প্রজ্ঞাস্বামী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বিষয়ক এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। আধুনিক কালে পালিভাষা মৃত হইলেও সিংহল ব্রহ্মদেশের বিহারগুলিতে ইহা এখনও চর্চা ও গবেষণা করা হয়। এই গ্রন্থই উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে রচিত হইলেও বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যায়। কারণ রাজগুরু প্রজ্ঞাস্বামী মহাবংস, দীপবংস ও প্রাচীন অট্ঠকথা সমূহ মন্থন করিয়া এবং ব্রহ্মদেশের জাতীয় ইতিহাস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার সাধারণভাবে অশোকের পর হইতে বিভিন্নদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ও বিস্তৃতির ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, সিংহলের সহিত ইহার সম্পর্ক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব-সমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়বস্তু অনুসারে ইহাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে কয়েকটি গল্প এবং মহাবংস ও দীপবংস হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে। অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ের তুলনায় সিংহল ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ শাসনের ইতিহাস অধিকতর বিস্তৃত ও সুসংবদ্ধ। দ্বিতীয় অংশ প্রায় পুস্তকের তিন-পঞ্চমাংশ জুড়িয়া আছে। ইহাতে শুধু বর্মা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে গ্রন্থকার প্রথম তিনটি মহাসঙ্গীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। এই তিনটি সঙ্গীতি যথাক্রমে রাজা অজাতশত্রু, কালাশোক ও দেবপ্রিয় অশোকের আনুকূল্যে সংঘটিত হয়। তৃতীয় সঙ্গীতির অবসানে সম্রাট অশোকের সাহায্যে মোগগ্‌লিপুত্ত তিষ্য স্থবির বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। প্রজ্ঞা-স্বামীর মতে ইতিপূর্বেও মোগগ্‌লিপুত্ত তিস্‌স মরম্মরাজ্যে দুইটি ধর্মপ্রচারকের দল (লাওস ও পেগুর দল ছাড়া) প্রেরণ করিয়াছিলেন। থের মহিন্দকে সিংহলে পাঠান হইয়াছিল। সিংহলের তদানীন্তন রাজা দেবানম্‌প্রিয় তিষ্য সম্রট্ অশোকের বন্ধু ছিলেন।

সোন ও উত্তর নামক দুইজন ভিক্ষু সুবর্ণভূমিতে[১] প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে মোগগ্‌লিপুত্ত তিস্‌স নিজে কয়েকজন ভিক্ষু লইয়া এতদ্দেশে আগমন

১। Sudhammapura, i. e. Thaton at the mouth of the Sittaung River.

করিয়াছিলেন। মহারক্ষিত স্থবির যোনক দেশে (Shan state), যোনক রক্ষিত স্থবির বনবাসী দেশে (প্রোমের চতুস্পার্শ্বস্থ স্থানে), মজ্ঝিম স্থবির কাশ্মীর ও গান্ধারে,[১] মহারেবত স্থবির অন্ধ্রদেশে,[২] মহাধর্মরক্ষিৎ স্থবির মহারাষ্ট্রে,[৩] এবং মজ্ঝিম স্থবির চীনরাষ্ট্রে[৪] ধর্মপ্রচার করেন। ইহার পর লেখক অপরান্ত[৫] দেশের ইতিহাস বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন।

প্রজ্ঞাস্বামীর মতে রাষ্ট্র ও সংঘ পরস্পর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও ঔষধপত্র দ্বারা ভিক্ষুদের পরিচর্যা করেন। ভিক্ষুরা নানারূপ সদুপদেশ দিয়া রাজাকে সাহায্য করেন। ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে ভিক্ষু সংঘের গুরুত্ব কত বেশী তাহা সাসনবংসে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। রাজা অনুরুদ্ধের সময় হইতে 'মেঙ-ডুন-মেঙ' পর্যন্ত মুখ্যতঃ ভিক্ষু পরামর্শদাতার দ্বারাই রাজ্য শাসন পরিচালিত হইয়াছিল। ইহাতে রাজার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত হইয়াছে।

> "At the lowest, the royal gifts of Viharas and the building of Cetiyas are either the price paid down for desired prosperity and victory, or the atonement for bloodshed and plunder; and the despot dares not risk the terrors, the degradation, that later births, in coming time, may hold in store for him, if he injures or neglects the Sangha."

সাধারণতঃ সংঘ পরিচালনা ব্যাপারে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের সম্মিলিত সিদ্ধান্তই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। অবশ্য বিনয় সংঘটিত ব্যাপারে বিনয়ধর ভিক্ষুর রায়ই অগ্রগণ্য।

১। This country lay on the right bank of the Indus, south of Kabul.

২। মহিংসক মণ্ডিল।

৩। মহানগর রট্‌ঠ বা স্যামরট্‌ঠ।

৪। The Ceylonese chronicle mentions this as Himavantapadesa.

৫। According to Burmese scholars the 'Aparanta' is no other than the 'Sunaparanta' the place lying west of the upper Irawaddy. But according to European scholars this place has been identified with the land western part of the Panjub.

বিহারাদি সংঘ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপার লইয়া ঝগড়া সৃষ্টি হইলে রাজার মধ্যস্থতায় বিবাদ নিষ্পত্তি হয়। ভিক্ষুসংঘের মধ্যে গুরুতর বিবাদ রাজার হস্তক্ষেপের দ্বারা মীমাংসা হওয়ার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজার প্রিয় শিক্ষাগুরুকে সংঘগুরু নির্বাচন করিয়া থাকেন। আবার পারুপন একংসিক বিবাদ রাজার আদেশেই শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হইয়াছিল। অন্যদিকে রাজার পরামর্শদাতা স্বয়ং সংঘরাজ। আপাতদৃষ্টিতে সংঘের বিবাদ রাজার নির্দেশে মীমাংসা হইলেও সংঘের সিদ্ধান্ত অবহেলার যোগ্য নহে।

মরন্মদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বলিতে গেলে তম্বপর্নী ও সুনাহপরান্ত দেশের সংঘের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্মী জাতীয় ইতিহাস কতকগুলি নগরীকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। এই নগরীগুলির মধ্যে পেগান, সগাইন, আব, পণ্যা, অমরাপুর এবং মান্দালয় উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক নগরীকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

পেগুরাজ মনোহারীর রাজধানী সুধম্মপুরই ছিল তৎকালীন ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে মূল ত্রিপিটক ও থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল।

অপরপক্ষে পেগানরাজ অনুরুদ্ধ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১০৪৪—১০৭৭ খৃ) অরিমদ্দনপুরের সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ধার্মিক রাজা ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময় পেগানে মহাযানী[১] বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। থেরবাদী ত্রিপিটক গ্রন্থের পরিবর্তে

১। অরিমর্দ্দন নগরের আনন্দ চৈত্যে অঙ্কিত চিত্রে বুদ্ধকে নবম অবতাররূপে পরিগণিত করা হইয়াছে। এক সময় বঙ্গদেশে এই অবতারবাদ প্রচলিত ছিল। আনন্দ চৈত্য নির্মিত হয় খৃষ্টীয় ৯৩০ অব্দে। এই সময়কার কতকগুলি সংস্কৃত শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে তথায় তখন পালি ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হইত। ইহা ছাড়া তথাকার অবেয়দান ও কুব্যেবিক বিহারের চিত্রাবলীর মধ্যে অধিকাংশই মহাযানী অথবা বজ্রযান সম্প্রদায়ের। যেমন অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, তারা, মৈত্রেয়, হয়গ্রীব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি। (I. H. Q., Vol. XXV, No 4) মহাযান সম্প্রদায়ের আচার্যগণকে ব্রহ্মবাসীরা 'আরি' বা 'আর্য' (পূর্ববঙ্গে ইঁহাদিগকে 'বাউরী' বা বাউলী = পূজারী) বলিতেন। এইরূপ বহু কৃত্রিম শ্রমণ ব্রহ্মদেশে বাস করিতেন।

বহু প্রকার মহাযানী ও তন্ত্রযানী গ্রন্থ বর্তমান ছিল। বৌদ্ধধর্মের এই অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া তিনি ধর্মসংস্কারের সংকল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে সুধম্মপুর হইতে আগত ভদন্ত অরহন্তের পরামর্শে মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ আনাইবার জন্য পেগুরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পেগুরাজ ত্রিপিটক গ্রন্থ পাইতে অসম্মত হন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া অনিরুদ্ধ পেগু আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পেগুরাজ মনোহারীকে বন্দী করেন এবং সমস্ত ত্রিপিটক গ্রন্থ, বুদ্ধের ধাতু ও ভিক্ষুদিগকে ৩২টি হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহন করাইয়া পেগানে লইয়া আসেন। তৎপর রাজা অনুরুদ্ধ সমস্ত পাত্রমিত্র ও প্রজাসহ থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন। এইরূপ যুদ্ধজয় করিয়া পরাজিতের ধর্ম গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ইহার পর রাজা অনুরুদ্ধ থাটনের ত্রিপিটকের সহিত মিলাইবার জন্য সিংহল হইতে ত্রিপিটক গ্রন্থ আনয়ন করিলেন এবং দুইটি সংস্করণের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিবার জন্য একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিলেন। এইভাবে রাজা অনুরুদ্ধের সুসংগঠিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে দেখিতে দেখিতে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম সমস্ত উত্তর বর্মা, শ্যাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে বিস্তারলাভ করে।

পেগানে ধর্মশিক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে পালিভাষা প্রবর্তিত হইল। এই সময় সিংহলে উপসম্পদা গণপুরক ভিক্ষুর অভাব হওয়ায় রাজা বিজয়বাহু (১০৫৭ খৃঃ) আরাকান হইতে ভিক্ষু আনাইয়া সিংহলে নূতন সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। অনিরুদ্ধের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী কেনজিথ (১০৮৪—১১১২ খৃঃ) ধার্মিক ও শ্রদ্ধাবান রাজা ছিলেন। তিনি বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের সংস্কার সাধন করাইয়া ছিলেন। তাঁহার পর রাজা আলংসিথু, নরপতি সিথু ও চস্বা ধর্মপরায়ণ ও উদ্যমী রাজা ছিলেন। কথিত আছে চস্বা নয়বার অট্ঠকথাসহ ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বহু ভিক্ষুকে ধর্মশিক্ষা দিতেন। অন্তঃপুরস্থ মহিলারাও যাহাতে ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারে সেইজন্য 'পরমত্থবিন্দু' ও 'সদ্দবিন্দু' নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইহার পর ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক আকাশে দুর্যোগের ছায়া নামিয়া আসে। ব্রহ্মদেশ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মহাশ্রী জেয়্যসুরের

উত্তরাধিকারী বপি ঞৌঙের রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশ এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার অব্যবহিত পরে ব্রহ্মরাজ মহাসিংহসূরের রাজত্বকালে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে এক নূতন বিবাদের সূত্রপাত হয়। ভিক্ষুসংঘ একংসিক ও পারুপন এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একংসিক ও পারুপন বিবাদে এক শতাব্দী কাল (১৭৮১ – ১৮১৯ খৃঃ) স্থায়ী হইয়াছিল। বুদ্ধাঙ্কুর, কল্যাণ, মুণীন্দ্রঘোষ প্রভৃতি থেরগণ পানুপন সম্প্রদায়ের পক্ষে ছিলেন। অপরপক্ষে গুণাভিলঙ্কার অতুলথের প্রভৃতি একংসিক সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া বই রচনা করিয়াছিলেন। অবশেষে রাজা বোধফ্রার আমলে (১৮১৯ খৃঃ) এই শতবর্ষ ব্যাপী বিবাদের অবসান হয়। রাজা পারুপন সম্প্রদায়ের পক্ষেই রায় দান করিয়াছিলেন। উভয়াংশ-আবৃত করিয়া চীবর পরিধান করাই বিনয় সম্মত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

এইভাবেই প্রজ্ঞাস্বামীর মতে সোনুত্তর প্রভব বিশুদ্ধ বৌদ্ধসংঘ আচার্যপরম্পরা বহু ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া এখনও ব্রহ্মদেশে বর্তমান আছে। জগতে ইহাই একমাত্র সংঘ যাহা সম্যকসম্বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে এখনও সেইভাবেই বর্তমান। সিংহলরাজ বিজয়বাহু হইতে কীর্তিশ্রী এবং এবং বর্মীরাজ অনিরুদ্ধ হইতে মিণ্ডনমিন পর্যন্ত যথাক্রমে সিংহল ও ব্রহ্মের মূল থেরবাদ সংঘের ইতিহাস সাসনবংস বর্ণিত আছে।

সাসনবংসের ইংরেজী সংস্করণ[১] মেবেল বোর্ডে কর্তৃক পালি টেক্সট্ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা দুইটি তালপাতার পুঁথির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত। উক্ত পুঁথিসমূহ লণ্ডনস্থ বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

॥ অনাগতবংস ॥

এই পুস্তকটির কয়েক প্রকারের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[২] গন্ধবংসে উল্লেখ আছে ইহা বিচিত্রকথী থের কস্‌সপের রচনা। তবে এই অভিমত এখনও সত্য বলিয়া

১। There are two Ceylonese editions of this book. One 'Sasanovamsadipaya' is edited by Jnanatilaka Nayaka Punnase and another 'Sasanavamsadipaya' by Vimalasara Unnase. মিনায়েক কর্তৃক P. T. S. হইতে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত ইহয়াছে। ইহা

প্রমাণিত হয় নাই। কারণ পুস্তকের আরম্ভ হয় সারীপুত্র ও বুদ্ধের কথোপ-কথনের মধ্যে দিয়া কিরূপ অবস্থাতে বুদ্ধের ধর্ম জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে, মৈত্রেয় বুদ্ধের আগমনের পূর্বে জগতে কিরূপ অবস্থা বর্তমান থাকিবে প্রভৃতি বিষয়সমূহ এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। অনাগতবংসের এই ঘটনাসমূহ অনুধাবন করিলে অশোকের ভাব্রুলিপির কথা মনে পড়ে। কারণ অশোক তাঁহার শিলালিপিতে ভিক্ষু ও গৃহীদিগকে পুনঃ পুনঃ 'অনাগত ভয়ানি' সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। এইরূপ করিলে তাঁহাদের মঙ্গল বৃদ্ধি হইবে। যে পুস্তক পদ্যে রচিত তাহাতে ১৪২টি শ্লোক আছে। বুদ্ধবংসের সঙ্গে ইহার বেশ মিল দৃষ্ট হয়।[১] বুদ্ধবংসের মতই ইহাতে ক্রমান্বয়ে ২৬ জন বুদ্ধের বর্ণনা আছে। ২৬ জন বুদ্ধের মধ্যে মৈত্রেয় বুদ্ধও অন্যতম। সারীপুত্র গৌতম বুদ্ধকে ভাবী মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। বুদ্ধ যথাক্রমে মৈত্রীয় বুদ্ধের উৎপত্তির ইতিহাস বিবৃত করেন। গৌতম বুদ্ধ বলেন যে মৈত্রেয় বুদ্ধ ভারতবর্ষের 'কেতুমতি' নামক ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার

বর্মী পুঁথির উপর ভিত্তি করিয়া প্রকাশিত। ইহা ছাড়া আর কয়েকটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। একটি পুঁথি কেবল কবিতায় এবং অপরটি কবিতা ও গদ্যে রচিত। ইহাতে দশজন ভবিষ্যৎ বুদ্ধের ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। শেষের পুস্তকটিতে নিম্নলিখিত- ভাবে ভবিষ্যৎ বুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে :

"মেত্তেযো, উত্তমো, রামো, পসেনদি কোসলো বিভূ
দীঘসোনী চ সংকচ্চো স্থভো তোদেয্য ব্রাহ্মণো
নালগিরি পললেয্যো বোধিসত্তো ইমে দস
অনুক্কমেন সম্বোধিং পাপুনিস্‌সিন্ত' নাগতে" তি।
(Anagatavamsa, J. P. T. S., 1886, p. 37)

১। নিম্নে উল্লেখিত দুইটি উদ্ধৃতি হইতে ইহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে।

(ক) "নগরং বন্ধুমতী নাম বন্ধুম নাম খত্তিযো,
মাতা বন্ধুমতী নাম বিপস্সিস্‌স মহেসিনো।"
(Buddhavamsa, XX. V. 23)

(খ) "সংঘোনাম উপাসকো সংঘা নাম উপাসিকা
পচ্চুপ্পস্‌সোন্তি সম্বুদ্ধং চতুরাসীতি সহস্‌সতো"
(অনাগতবংস, J. P. T. S, 1886, V. 11.)

নাম হইবে অজিত। তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। তিনি ৮০,০০০ হাজার বৎসর সংসার সুখ উপভোগ করার পর চতুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া গৃহত্যাগ করিবেন। হাজার হাজার লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। তিনি মহাভিনিস্ক্রক্রমণ দিবসেই বোধিধ্রুম মূলে গমন করিয়া বুদ্ধত্বলাভ করিবেন। যথাসময়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবেন। বুদ্ধ মৈত্রেয়ের ধর্ম শ্রবণ করিয়া বহুলোক অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া মুক্তির আস্বাদ উপভোগ করিবেন।

ভবিষ্যৎ বুদ্ধের সম্পর্কে মূল ত্রিপিটকে খুব বেশী বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল 'চক্কবত্তি-সীহনাদ সুত্তে'[১] ইহার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে মৈত্রেয় বুদ্ধের সময়ে বুদ্ধ শাসনের খুব বেশী উন্নতি হইবে এবং বহুলোক নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবে। 'অনাগতবংস' পুস্তকখানি খুব বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। পণ্ডিতদের মধ্যে ইহার রচনাকাল লইয়া বহু প্রকার মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। অনাগতবংস টিকা নামে উপতিস্‌সের রচিত একখানি অর্থকথাও পাওয়া গিয়াছে। ডক্টর মলাল শেখরের মতে উপতিস্‌সের অট্‌ঠকথা বোধিবংসের মত 'বোধিবংসত্থকথা' বা 'মহাবংস টীকা'র উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল।[২] 'মহাবস্তু' প্রভৃতি বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থে[৩]ও ভবিষ্যৎ বুদ্ধ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা দৃষ্ট হয়।

॥ বংস সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ॥

বংস সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিতান্ত সামান্য। কারণ অধিকাংশ গ্রন্থেরই বিষয়বস্তু ধর্মীয় সাহিত্যের ইতিকথা। ইতিকথা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন ইহা স্বভাবতঃ অতিরঞ্জিত এবং পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। কিন্তু আধুনিক চিন্তাশীল ও জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিরা ইহার মধ্য হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহে রত হইয়াছেন। বংস সাহিত্য ধর্মীয় ভাবপ্রবণতা ও পুনরুক্তি

১। Digha Nikaya, Vol. iii, p. 76.; Milindapanha, p. 159.

২। Malalasekhera : The Pali Literature of Ceylon, pp. 159–162.

৩। Rhys Davids : Hastings Encyclopaedia, I., 414.

দোষে দুষ্ট হইলেও ইহার ঘটনা-সমাবেশ, কল্পনার ঐশ্বর্যে, অভিনবতায়, ভাবের প্রাচুর্যে এবং রচনার বৈচিত্র্যে অসাধারণ ও অপরূপ। অতএব, ইহার সত্য কল্পনার আবেগে ও ভাবের আতিশয্যে নিহিত হইলেও বংস সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

অন্যান্য গল্প-সাহিত্যের মত দীপবংস ও মহাবংসের ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহ অদ্ভুত কাহিনী ও রোমাঞ্চকর গল্পের মধ্যে নিহিত হইলেও ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। ইহার মধ্যে বহু দরকারী ও প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উপকরণ লুক্কায়িত আছে। বুদ্ধিমান লেখক ও বিচক্ষণ সমালোচক মাত্রই এই গল্প ও রোমাঞ্চকর কাহিনীর মধ্য হইতে আসল সত্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেন। Geiger সাহেব বলিয়াছেন,

> "If we pause, first at internal evidence then the Ceylonese chronicles will assuredly at once with approval in that they at least wished to write the truth. Certainly the writers could not go beyond the ideas determined by their age and their social position, and beheld the events of a past time in the mirror of a one-sided tradition. But they certainly did not intend to deceive hearers or readers."[১]

দুইটি গ্রন্থই প্রাচীন অট্‌ঠকথা মহাবংসের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। এই গ্রন্থগুলির ভূমিকায় উল্লেখিত ঘটনার সহিত তদানীন্তন ঐতিহাসিক ঘটনার বেশ মিল পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে বুদ্ধ ও বিম্বিসার পরস্পরের বন্ধু এবং বিম্বিসার অজাতশত্রু বুদ্ধের সমসাময়িক। এই দুইটি ঘটনা ঐতিহাসিক। মহাবংস ও দীপবংসে আরও বলা হইয়াছে বুদ্ধ বিম্বিসারের পাঁচ বৎসরের বড়। ইহার সহিত পুরাণের মিল নাই বলিয়া ইহাকে মিথ্যা বলা যায় না। বংস সাহিত্যে বিম্বিসার হইতে অশোক পর্যন্ত যে ভারতীয় রাজাদের নামের তালিকা পাওয়া যায় উহা মিথ্যা বলিবার উপায় নাই। জৈন সাহিত্যে কয়েকজন রাজার নাম বেশী থাকিলেও নন্দ বংশের নয় জন রাজা, অশোকের পূর্ব

১। Geiger: Mahavamsa, Intro. p. XV.

পুরুষ চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার ঐতিহাসিক ব্যক্তি। পুরাণ ও বংস সাহিত্য একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিন্দুসার ও অশোকের রাজত্বকালের সন তারিখ লইয়া কিছু কিছু মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য এক হইতে তিন বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইতিহাসে এইরূপ অনৈক্য মার্জনীয়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল এই যে মহাবংস ও দীপবংসের লেখক চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্য বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

পাক-ভারতের ইতিহাস বাদ দিলেও সিংহল ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনার জন্য বংস সাহিত্যের দান অনন্যসাধারণ। বিজয় হইতে দেবানমপিয় তিস্‌স পর্যন্ত রাজাদের নামের তালিকায় কোন বড় রকমের গরমিল পরিদৃষ্ট হয় না। বুদ্ধের পরিনির্বাণ ও বিজয় সিংহের লঙ্কায় অবতরণের মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপন সত্যই দুরূহ ব্যাপার। ইহা ছাড়া বিজয় হইতে দেবানম্‌পিয় তিস্‌সের রাজত্ব, পাণ্ডুকাভয়ের যুদ্ধাভিযান প্রভৃতি ঘটনাসমূহের মধ্যে কোন গরমিল নাই। আবার দেবানম্‌পিয় তিস্‌স হইতে দুট্‌ঠগামনী পর্যন্ত রাজাদের নামের তালিকায় সামান্য মাত্র গরমিল পরিলক্ষিত হয়। দুট্‌ঠগামনীর পরে রাজাদের নামের তালিকায় ও সন-তারিখে কোন অপ্রাসঙ্গিকতা নাই। ইহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন নির্দিষ্ট রাজার রাজত্বকাল ও সন-তারিখ লইয়া যৎ-সামান্য গোলমাল থাকিলে ও ইহার সহিত বংস সাহিত্যের সম্পর্ক নিতান্ত সামান্য। এইরূপ গরমিল যে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে থাকা সম্ভব। এই কারনে বংস সাহিত্যকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক উপকরণরূপে গ্রহণ না করিলেও ইহাকে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ভিত্তিমূল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভারত ও সিংহলের ইতিহাস রচনায় এইরূপ ঐতিহ্যের মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। কারণ এতদ্দেশে ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাই বলিলেও চলে।

সিংহল ও ভারতের ধর্মীয় ইতিহাস রচনার জন্য ইহার মূল্য অনন্যসাধারণ। বংস সাহিত্যের মধ্যে এমন কতকগুলি সন তারিখের উল্লেখ আছে যাহার উপর সমস্ত পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস কেন সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস জড়িত। মহাবংসে উল্লেখ আছে বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের

অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বংস সাহিত্যের এই তারিখ পাক-ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন সমাধানে সাহায্য করে। ইহার দ্বারা আমরা বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ নির্দ্ধারণ করিতে পারি।[১]

তিনটি সঙ্গীতির বিবরণের মধ্যেও বহু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। প্রথম সঙ্গীতির ব্যাপারে থেরবাদী ও মহাযানীদের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই। উভয় সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে সপ্তপর্ণী গুহায় মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন বসে। সঙ্গীতির প্রধান কারণ, সময় ও ভিক্ষুর সংখ্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দ্বিতীয় সঙ্গীতির ব্যাপারে ও উভয় সম্প্রদায় প্রায় একরূপ মত পোষণ করেন। উভয় সম্প্রদায়ই বলেন রাজা কালাশোকের রাজত্বকালে (৩৮৩ খৃঃ পূঃ) বৈশালীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি অধিবেশন সংঘটিত হয়। উভয় সম্প্রদায়ই মহাসাঙ্গিকদের পৃথক সঙ্গীতির বিষয়ে একমত। থেরবাদীদের মতে রাজা ধর্মাশোকের রাজত্বকাল ২৪৭ খৃঃ পূর্বাব্দে পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় সঙ্গীতি সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে বিভজ্জ-বাদীদের জয় হইয়াছিল। মহাযান পন্থীরা ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সম্ভবতঃ তাহারা কালাশোক ও ধর্মাশোককে একজন রাজা বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে এই গরমিলের সৃষ্টি হয়। গাইগার সাহেবের মতে তৃতীয় সঙ্গীতির ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারেনা।[২] বর্তমানে অশোকের শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহের অবসান হইয়াছে।

১। Geiger : Mahavamsa, Secs. 5–6., Introduction.

২। Mahavamsa (Geiger's Trans.), pp. lix-lx and ff. "The Northern Buddhists have mistakenly fused the two into one as they confounded the kings, Kalasoka and Dhammasoka, one with another. But traces of the tradition are still preserved in the wavering uncertain statements as to the time and place of the council."